

# চাকমা ভাষা শিখি



জনপ্রিয় পুস্তকালয়

বনরূপা রাজমাটি ।



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

# চাকমা ভাষা শিখি

সম্পাদনায়

তুহিন চাকমা  
কাজল চাকমা  
পরেশ দাশ

পরিবেশক

---

জনপ্রিয় পুস্তকালয়

বনরুপা, রাঙ্গামাটি।

প্রকাশনায়

# জনপ্রিয় পুস্তকালয়

বনরূপা, রাঙ্গামাটি।

প্রথম প্রকাশ : ২০১১ ইংরেজী

মুদ্রণে

বান্দরবান এড এন্ড প্রিন্টার্স

পেপার প্লাজা মার্কেট, (২য় তলা) আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

কভার ডিজাইন

বান্দরবান এড এন্ড প্রিন্টার্স

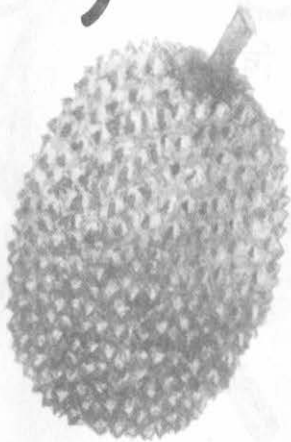
মূল্য : ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা

## সূচিপত্র

চাকমা ভাষা পাঠ - ৫
চাকমা ভাষা পরিচিতি - ১৭
চাকমা উচ্চারণ - ২২
চাকমা শব্দগুলোর শ্রেণীকরণ - ২২
কতিপয় দ্বিরুক্ত এবং ধ্বন্যাত্মক শব্দ - ৩১
চাকমা শব্দ - ২৬
আত্মীয় স্বজন সম্পর্কীয় শব্দ - ৩৭
মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কীয় শব্দ - ৩৮
খাদ্য পানির সম্পর্কীয় শব্দ - ৩৯
বিবিধ ফলের নাম-মাছের নাম - ৪০
পশুর নাম - পাখির নাম - ৪১
বিবিধ কীট পতঙ্গ ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণির নাম - ৪২
খেলাধুলা বাদ্য যন্ত্রের নাম - ৪২
ধাতু হাতিয়ার বিবিধ রঙের নাম - ৪৩
গৃহ-বিবিধ আসবাব পত্র সম্পর্কীয় শব্দ - ৪৪
গাছ পালা-বিবিধ উদ্ভিদ সম্পর্কীয় শব্দ - ৪৫
প্রকৃত সম্পর্কীয় শব্দ - ৪৬
গণনা সম্পর্কীয় শব্দ - ৪৭
অনন্যা প্রয়োজনীয় শব্দ - ৪৮
ক্রিয়াবাচক শব্দ - ৫১
বাক্য গঠন - ৫৬
কথোপকথন - ৬৬
চাকমা ব্যাকরণ - ৭৪
চাকমা বর্ণমালায় ফলা - ৯৫
গাণিতিক সংখ্যা - ১০২

କ

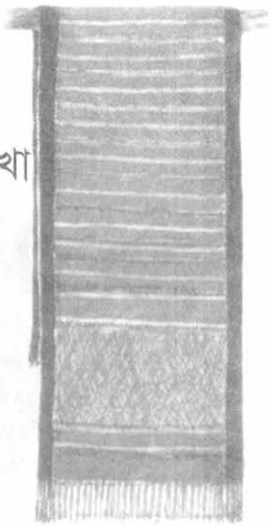
ଚୁଚ୍ୟାନ୍ତା-କା



କଚ୍ଚୟ୍

ଢ

ଢୁଜାନ୍ତା-ଧା



ଢ଼ି

ଠ

ଚାନ୍ଦ୍ୟା-ଗା



ଠଇ

ଧ

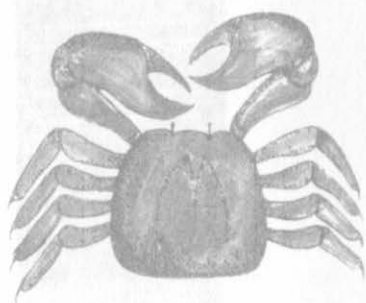
ତିନଧାଲ୍ୟା-ହା



ଧଚ୍

င

ငါး-ခွံ



ကငက

ပ

ပိတ်ခွံ-ခွံ



ပဝ်

ဆ

ဆွဲခွံ-ခွံ



ဆဝ်

ခွံ

ခွံပိတ်ခွံ-ခွံ

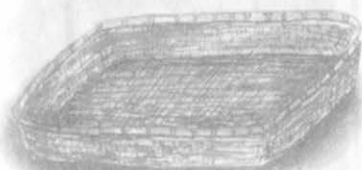


ခွံ



৩

উরাউরি-ঝা



৩০

৮

চিলোচ্যা-এগ



৬৮

৫

দ্বিহাদাত্-টা



৫০

৫

ফুদাদিয়াত্-ঠা

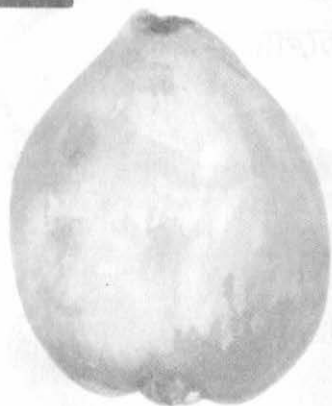


৫০০  
(৫০০০০)



২

হাদুভাগাত্-ডা



২লঊ

৩

লেজভরাত-ঢা



৩নঊ

৪

পেতুয়া-গা



৪েঁ

৫

ঘঙদাত্-তা



৫ল

৐

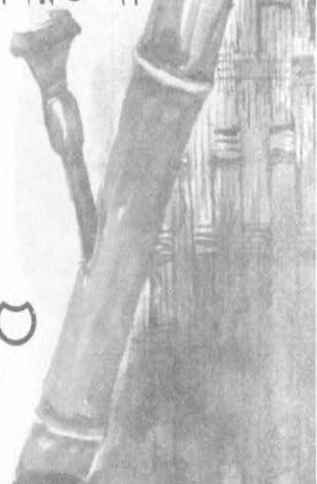
জগদাত্-থা



৐ ৐

৐

দোলনীয়ত-দা



৐ ৐

৐

তলমুয়াত্-ধা



৐ ৐

৐

ফারবান্যা-না



৐ ৐

ଠ

ପାଲ୍ୟା-ପା



ଠଠ

ଓ

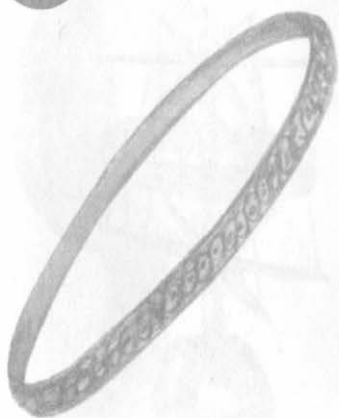
ଓବରପଦଲା-ଫା



ଓଲ

ଓ

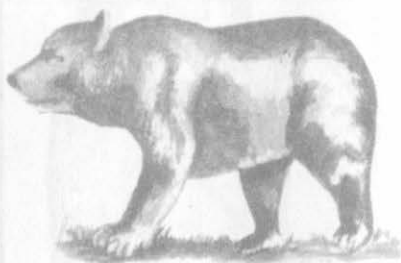
ଓବରମୁୟା-ବା



ଓଝଓ

ଐ

ଐହରଧାଲ୍ୟା-ଢ



ଐଢ଼

ଓ ବୁଗତପଦଳା-ମା



ଓଓଓଓ

ଈ ଜିଲ୍ୟା-ସା



ଈଈଈଈ

ଋ ଦ୍ଵିଦାଜ୍ୟା-ରା



ଋଋ

ୠ ତଳମୁରା-ଲା



ୠୠୠ

০

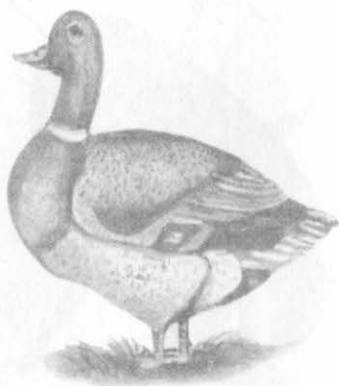
বাবোন্যা-ওয়া



০৾

১

উবরমুয়া-হা



১৾

২

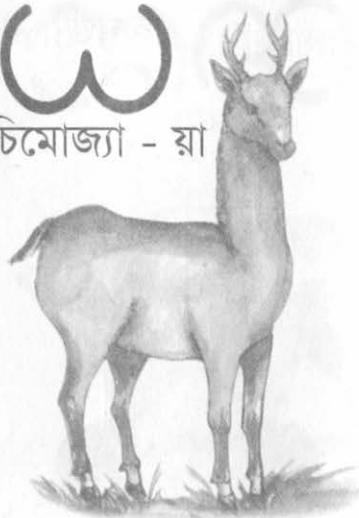
ভুদিবুক্যা - সা



২৾৬

৩

চিমোজ্যা - য়া



৩-৩৾ৱ

অ

-অ



অণ্ড

আ

-আ



আলু

ই

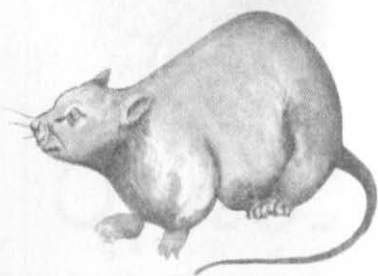
-ই



ইশ্বর

উ

-উ



উল্লু

တေ - ဧ



တေက

ထွ



- ဖ

ထွကွ

အ - ဧ



အ





# চাকমা বর্ণমালা

৞	৞	৞	৞	৞
চুচাঙা - কা	গুজাঙা - খা	চান্দা - গা	তিনধালা - ঘা	চিলাম - ঙা
৞	৞	৞	৞	৞
দিখালা - চা	মোজর্জা - ছা	দ্বিপদা - জা	উরাউরি - বা	চিলোচা - ঞা
৞	৞	৞	৞	৞
দিহাদাত - টা	ফুদাদিয়াত - ঠা	হাদুভাঙাত - ডা	লেজভরাত - ঢা	পেতুয়া - ণা
৞	৞	৞	৞	৞
ঘঙদাত - তা	জগদাত - থা	দোলনিয়ত - দা	তলমুয়াত - ধা	ফারবান্যা - ন্য
৞	৞	৞	৞	৞
পালা - পা	উবরপদলা - ফা	উবরমুয়া - বা	চেইরখালা - ভা	বুগতপদলা - মা
৞	৞	৞	৞	৞
জিলা - যা	দিদার্জা - রা	তলমুয়া - লা	বাকোন্যা - ওয়া	উবরমুয়া - হা
৞	৞			
ভুদিবুকা - সা	চিমোজ্যা - য়া			
৞	৞	৞	৞	৞
অ	আ	ই	উ	এ
৞	৞			
ও	ঐ			

## চিহ্নের ব্যবহার

বর্ণ	চিহ্ন	ক	যেমন
উবর তুল্য	৳	ক	যেমন ৳৳৳৳
মাজ্যা	—	ক্	যেমন ৳৳৳৳
বান্যে	০	কি	যেমন ৳৳৳৳
একটান দিলে	৳	কু	যেমন ৳৳৳৳
এ-কার দিলে	৳	কে	যেমন ৳৳৳৳
ও-কার দিলে	৳	কো	যেমন ৳৳৳৳
দেল ভাঙিলে	৳	কাই	যেমন ৳৳
য়া - দিলে	৳	ক্যা	যেমন ৳৳৳৳
রা - দিলে	৳	ক্রা	যেমন ৳৳
লা - দিলে	৳	ক্লা	যেমন ৳৳৳৳
ওয়া - দিলে	৳	কোয়া	যেমন ৳৳৳৳
হা - দিলে	৳	কাহ্	যেমন ৳৳
না - দিলে	৳	ক্লা	যেমন ৳৳৳৳
একফুদা দিলে	•	কাং	যেমন ৳৳৳৳
দ্বিফুদা দিলে	••	কাঃ	যেমন ৳
চান ফুদা দিলে	•••	কাঁ	যেমন ৳৳৳৳

১। চাকমা বর্ণমালায় কোন যুক্তাক্ষর থাকবে না। তবে য, র, ল, ব, হ ও ন ফলা থাকবে। যেমনঃ

৳৳৳৳, ৳৳৳৳, ৳৳৳৳, ৳৳৳৳ ইত্যাদি।

২। দীর্ঘ ই -কার, দীর্ঘ উ-কার থাকবে না। উ (৳) বর্ণের পরিবর্তে ৳ - উ, ই (৳) বর্ণের পরিবর্তে ৳ - ই এবং এ (৳) বর্ণের পরিবর্তে ৳ - এ লিখতে হবে। হ্রা (৳) বর্ণটির ব্যবহার হবে না।

৩। অংকের সংখ্যাগুলি বাংলা সংখ্যার ন্যায় লিখতে হবে- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০

## চাকমা ভাষা পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশ জুড়ে যে পার্বত্য অঞ্চল রয়েছে তার নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম; ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Chittagong Hill Tracts। এর নাম থেকে সহজেই বোধগম্য হয় যে এটি চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী এবং এলাকাটি পাহাড় ও পর্বতময়। ১৮৬০ সালে বৃটিশ শাসকেরা একটি প্রশাসনিক এলাকা হিসেবে এটিকে একটি নতুন জেলার মর্যাদা দিয়ে এই অঞ্চলটির নতুন নামকরণ করেছিলেন। বর্তমানে এটি তিনটি নতুন পার্বত্য জেলায় বিভক্ত, এই জেলাগুলি হলো যথাক্রমে - রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা। মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবস্থান হলো যথাক্রমে উত্তর অক্ষাংশের ২১°২৫' থেকে ২৩°৪৫' পর্যন্ত এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯০°৪৫' থেকে ৯০°৫০' পর্যন্ত। এর উত্তর ও উত্তর-পূর্বে যথাক্রমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং মিজোরাম, দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার বা বার্মার আরাকান আর পশ্চিমে ও দক্ষিণে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অবস্থিত। ১৯৬৬ সালের Forestal Report, Vol -I, Vancouver অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন হলো ৫০৯৩ বর্গমাইল।

স্মরণাতীত কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃহত্তর মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত বহু সংখ্যক লোকজন বসবাস করছে। বর্তমানে উপজাতি হিসেবে পরিচিত এ সকল জনগোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের সংখ্যা এখানে এগারটি। তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রধান জনগোষ্ঠীর নাম হলো চাকমা। রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি এ দুটি পার্বত্য জেলার চাকমারা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় অধিকাংশ লোকজন এ দুটি জেলাতে চাকমা ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে। এমন কি অন্যান্য উপজাতীয় লোকেরাও কম বেশী চাকমা ভাষার সাথে পরিচিত। চাকমা এলাকাস্থ বৌদ্ধমন্দিরগুলিতে বৌদ্ধভিক্ষুরা চাকমা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ ধর্ম দেশনা ও উপদেশ দিয়ে থাকেন। বর্তমানে হাট-বাজারের দিনগুলিতে যে সকল চাকমা পুরুষ ও মহিলা ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও বিক্রেতারা ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের সময় অংশগ্রহণ করে থাকে তাঁরাতো চাকমা ভাষায়ই কথা বলেন

এবং অন্যদেরও তাদের সাথে দরদামের সময় একটু আধটু চাকমা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলি বুঝতে বা বলতে হয়। বিশেষতঃ গ্রাম থেকে আগত যে সকল চাকমা মহিলারা শাকসবজী বা ফলমূল হাট-বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে আসেন তারা কেবল নিজেদের ভাষায় ক্রেতাদের সাথে কথা বলে থাকেন। বর্তমানে স্কুল, কলেজ, অফিস এবং ব্যাংকগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চাকমা অধ্যাপক, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কার্যরত থাকায় অনেকে কাজের সুবিধার্থে তাদের সাথে চাকমা ভাষায়ই কথা বলে থাকেন। এমতাবস্থায় দিন দিন চাকমা ভাষার সমৃদ্ধি এবং গুরুত্ব যে-বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্ত হিসেবে আরও বলা যায় যে, ইদানীং বিপুল সংখ্যক চাকমা কবিতা, গান ও নাটক রচিত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে যেগুলি দর্শক-শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

এখন চাকমা ভাষার স্বাভাবিকতা ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। পণ্ডিতদের মতে পৃথিবীতে ৩০০০ এর মত ভাষা রয়েছে (Fromkin & Rodman 1973)। অবশ্য কারর কারর মতে এই সংখ্যা ৪০০০ (Hoijer 1969 : 58)। এই সমস্যা মূলতঃ ভাষা ও উপভাষায় মর্যাদার শ্রেণীকরণের সংগে সম্পর্কযুক্ত। ভাষাগুলিকে সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে শ্রেণীকরণ করা হয়ে থাকে।

- ১. Genetic Classification অর্থাৎ বংশগত শ্রেণীকরণ বা বংশগত শ্রেণী বিন্যাস এবং ২. Typological Classification অর্থাৎ টাইপগত শ্রেণীকরণ বা টাইপগত শ্রেণী বিন্যাস। এখন প্রশ্ন হলো এ দুটি শ্রেণীকরণ পদ্ধতি অনুসারে চাকমা ভাষার অবস্থান কি হতে পারে? এ যাবত পণ্ডিতদের বংশগত শ্রেণীকরণ অনুসারে পৃথিবীর সব ভাষাগুলিকে মোট ২৬টি বৃহৎ পরিবারে বিভক্ত করা হয়েছে (Fromkin & Rodman 1973 দ্রঃ)। আমাদের জানা মতে এদের মধ্যে দুটি বৃহৎ ভাষা পরিবার হলো ইন্দো - ইউরোপীয়ান এবং সিনো - টিবেটান বা ভোট- চীন পরিবারের ভাষা পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী একমাত্র চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়ান পরিবারের ইন্দো-ঈরানীয় বা ইন্দো - এরিয়ান শাখার অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে পার্বত্য

চট্টগ্রামে বসবাসকারী তৎক্ষণা উপজাতীয় লোকেরা মূলতঃ চাকমাদের সাথে একই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। আরো উল্লেখ্য যে ১৯০৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত Linguistic Survey of India, Vol - V, Part - I গ্রন্থে Sir, Dr. George Abraham Grierson চাকমাদের ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দিয়ে শ্রেণীকরণ করার জন্য তাঁর মত প্রকাশ করে বলেছিলেন, “It is almost worthy of the dignity of being classed as a seperate language” (1903 : 321). তাঁর উপরোক্ত মন্তব্যের প্রায় শত বর্ষ পরে কবিতা, গান, নাটক ইত্যাদিতে অধিকতর সমৃদ্ধ সম্পন্ন এখনকার চাকমা ভাষার মর্যাদা নিঃসন্দেহে পূর্বকার অনুন্নত অবস্থার চেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চাকমা ভাষাকে ইন্দো-এরিয়ান (Indo-Aryan) শাখার অন্তর্গত করার ব্যাপারে এখানে উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক কালের স্বনামধন্য ভাষাবিদ Mr. Morris Swadesh (1950) এবং তাঁর সমর্থনকারী William J. Samarin (1966), Sarah C. Gudschinsky (1956), Dell H. Hymes (1960) প্রমুখ ভাষাবিদেরা একই ভাষা পরিবার থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ভাষাগুলির মধ্যকার শব্দগত সাদৃশ্য তুলনা করার জন্য এবং Glottochronology - তে ব্যবহারের জন্য যে মৌলিক শব্দকোষের (Basic vocabulary) ব্যবহার করছেন তাতে অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলির প্রতিশব্দ চাকমা ভাষা থেকে সংগ্রহ করলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের ইন্দো-এরিয়ান শাখা ভুক্ত বাংলা, অসমীয়া, হিন্দী ইত্যাদি ভাষাগুলির মৌলিক শব্দগুলির সাথে চাকমা ভাষায় প্রাপ্ত মৌলিক শব্দগুলির ধ্বনিগত, রূপগত ও অর্থগত সাদৃশ্য রয়েছে। এ বিষয়ে গ্রন্থটিতে পরে যথা স্থানে আলোচনা করা হবে।

১৮২১ সালে August Schleicher ভাষাগুলিকে টাইপ অনুযায়ী ১. Isolating language (বিশিষ্ট ভাষা), ২. Agglutinating language (যৌগিক ভাষা) এবং ৩. Inflecting language (সাম্বিত ভাষা) নামে যে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন তদনুসারে চাকমা ভাষা Inflecting language (সাম্বিত ভাষা)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে,

চাকমা ভাষাতে বিভিন্ন ক্রিয়ার কালে পুরুষ ও বচন ভেদে ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, আধুনিক বাংলায় বচন ভেদে ক্রিয়ামূলের সাথে আলাদা আলাদা ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয় না কিন্তু চাকমাতে তা হয়। যেমন -

চাকমা

ক্রিয়া	পুরুষ	বচন	কাল	বাংলা অর্থ
গরঙ	উত্তম	এক বচন	সাধারণ বর্তমান	করি (আমি করি অর্থে)
গরচ	মধ্যম	ঐ	ঐ	কর (তুমি কর ,, )
গরে	প্রথম	ঐ	ঐ	করে (সে করে ,, )
গোরি	উত্তম	বহু বচন	ঐ	করি (আমরা করি ,, )
গর	মধ্যম	ঐ	ঐ	কর (তোমরা কর ,, )
গরন	প্রথম	ঐ	ঐ	করে (তাহারা করে ,, )

চাকমা ভাষায় অতীত কালে Past habitual এবং Past Subjunctive mood- এ ক্রিয়ামূলের সাথে আলাদা আলাদা বিভক্তি যুক্ত হয়; এটি তার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। যেমন -

Past habitual : মুই গোরিদুং (I used to do)

Past subjunctive : মুই গোরিলুঙুন (I would do)

আমাদের জানা মতে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষাগুলির মধ্যে চাকমাতে স্বাসাঘাত (stress) একটি ধ্বনিমূলীয় (Phonemic) উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন - el (এল) - জমির আইল, ছিল, e'1 (এ + স্বাসাঘাত + ল) - সবুজ।

বর্তমান কাল : Mui no khaŋ (আমি খাই না),

অতীত কাল : Mui no' khaŋ (আমি খাই নি) ইত্যাদি।

-

:

চাকমা ভাষায় এ জাতীয় আরো বহু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কারণে সহজেই এটি একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বংশগত শ্রেণীকরণ অনুসারে চাকমাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়ান পরিবারের ইন্দো-এরিয়ান শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা এবং টাইপগত শ্রেণীকরণ অনুসারে এটি একটি সাধিত ভাষা। এই ভাষাটি লিখার জন্য চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। আর এই একবিংশ শতাব্দীর নব্যযাত্রার শুভ মুহূর্তে চাকমা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে তা নির্দিধায় বলা যায়।



## চাকমা উচ্চারণ

বাংলা বর্ণে সঠিকভাবে চাকমা শব্দগুলির উচ্চারণ করা যায় না। কারণ চাকমাতে এমন সব কতগুলি উচ্চারণ রয়েছে, যা বাংলাতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া বাংলাতে চাকমা উচ্চারণ প্রকাশের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কতগুলি বর্ণেরও অভাব রয়েছে। যেমন চাকমাতে ন, র, ল, ম, য ইত্যাদি বর্ণগুলির মহাপ্রাণ ধ্বনি রয়েছে, যথা- নহ (nh), রহ (rh), লহ (lh), মহ (mh), যহ (zh)। আবার বাংলায় এমন সব বর্ণ রয়েছে যেগুলির উচ্চারণ চাকমাতে নেই, যথা- ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ঙ, ঝ, ঞ, শ, য ইত্যাদি। এছাড়া বাংলার চ-বর্ণের, যথা- চ, ছ, জ, ঝ, ঞ এর সঠিক উচ্চারণও চাকমাতে নেই। আর ঐগুলির ক্ষেত্রে চাকমারা যা উচ্চারণ করে থাকে, তা' আর যাই হোক, অন্ততঃ বাংলার মত নয়। এমনকি চাকমাদের ক, খ, হ বর্ণগুলির উচ্চারণেও বাংলার সাথে পার্থক্য রয়েছে।

চাকমার সাথে বাংলা ভাষার, ধ্বনি তত্ত্বের ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, চাকমাতে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণগুলির উচ্চারণের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য (এক্ষেত্রে Stress) রয়েছে তা বাংলার চেয়ে কম। অর্থাৎ উদাহরণ দিয়ে বললে বলা যায়, 'ত' ও 'থ' এ দু'টি বর্ণ বাংলাতে যে রকম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, সেভাবে চাকমাতে সম্ভব নয়; চাকমাতে 'ত' ও 'থ' এ দু'টি বর্ণের উচ্চারণে খুব কম পার্থক্য ধরা পড়ে। যে কোন একজন চাকমাকে দিয়ে নিম্নের শব্দগুলি উচ্চারণ করালে সহজেই যে কেউ এ বিষয়টি বুঝতে পারবেন-

দাৰা	-	তাল	-	জাল	-	আজা	-	কাডি	-	জার
ধাজ	-	খাল	-	ঝাল	-	আঝা	-	খাদি	-	ঝার

এছাড়া চাকমা ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, শব্দের মধ্যে এবং অন্ত্যে স্বরযুক্ত বর্ণগুলির ঘোষ (Voiced) প্রবণতা। নিম্নে চাকমাতে বাংলা থেকে উদ্ধৃত কয়েকটি শব্দের উচ্চারণ দিয়ে বিষয়টি বুঝানো গেল -

ক > গ	চ > জ	ট/ত > দ	প > ব
বাকল > বাগল	নাচা > নাজা	পাতা > পাদা	কাপড় > কাবর
চিকণ > চিগোন	নাচা > নাজা	কাঁটা > কাদা	চাপড় > চাবর
সকল > সগল	কচু > কোজু	ছাতা > ছাদি	রূপা > রুবা।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, চাকমা ভাষাকে বাংলা বর্ণে প্রকাশের ক্ষেত্রে বহু অসুবিধা রয়েছে। এসমস্ত অসুবিধাগুলি বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দূর করা সম্ভব হবে। এই আশা রেখে নিম্নে বা লা বর্ণে চাকমা উচ্চারণ সম্পর্কে কতগুলি বক্তব্য পেশ করা হলো :-

**স্বরবর্ণ :-** সচরাচর চাকমাতে দীর্ঘ স্বর এক প্রকার নেই বললেই চলে। যে সমস্ত স্বরবর্ণগুলি হলো- অ, আ, ই, উ, এ, এ্যা (a), এ (e), ও (o)। নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল- অজল (উঁচু), আদাম (গ্রাম), ইজোর (বাড়ির সামনে জল রাখার মাচা), উল (ব্যাঙের ছাতা), উইয়া (ঐতো), এ্যা-য (এসো), এইখ্যা (ঐটো), ওঘোই (উদুখল) ইত্যাদি।

**ব্যঞ্জন বর্ণ :-** চাকমাতে বাংলার ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, স, হ, ং, ঃ, ইত্যাদি ব্যঞ্জনগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। আর যদিও চাকমাতে ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ঙ, ঢ, ণ, ষ, শ, ঞ ইত্যাদি বর্ণগুলির ধ্বনি নেই তথাপি বাংলা, ইংরেজি এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষা থেকে চাকমা ভাষার আগত শব্দাবলীর ক্ষেত্রে ঐ গুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের প্রয়োজনে উল্লিখিত বর্ণগুলিও ব্যবহার করা প্রয়োজন যথা, নিম্নে কয়েকটি বানান দেওয়া গেল -

টেবিল, ডাব, ঢাকা, রাণী, বুড়া, মূল (ষোল), শিরা, মিঞা, ঠার (ইশারা), তাল ইত্যাদি।

চাকমাতে ন, র, ল, ম, য ইত্যাদি অর্ধ ব্যঞ্জন (Half Consonant) গুলির যে মহাপ্রাণ ধ্বনি রয়েছে, ঐ গুলি নহ্, রহ্, মহ্ যহ্ এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল -

কানা / kana (অন্ধ)	কানাহ্ / kanha (স্বন্ধ)
কাল্‌ / kala (কাল)	কালাহ্ / kalha (বধির)
মালা / mala (মালা)	মাহ্‌লাহ্ / malha (মন্দা-শূকর)
চার্‌ / chara (চার্‌ গাছ)	চারাহ্ / charha (চাড়া-ভাস্মা)

## বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের চাকমা উচ্চারণ

বহু আলোচনার পর দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষা প্রকাশ করতে গেলে কতগুলি বাংলা বর্ণের সম্ভাব্য চাকমা উচ্চারণ সম্পর্কে জানা আবশ্যিক। নিম্নে এ বিষয়ে কতগুলি বর্ণের চাকমা উচ্চারণ তুলে ধরা গেল -

চাকমা ‘ক’ বর্ণের উচ্চারণ শব্দের আদিতে বাংলার ‘ক’ ও ‘হ’ এর মাঝামাঝি

‘খ’	ঐ	„	‘হ’	এর মত।
‘গ’	ঐ	„	‘গ’	ঐ
‘ঘ’	ঐ	„	‘ঘ’	কাছাকাছি
‘ঙ’	ঐ	„	‘ঙ’	এর মত
‘চ’	ঐ	ইংরেজি	s (স)	ঐ
‘ছ’	ঐ	„	sh (সহ)	ঐ
‘জ’	ঐ	„	h (য)	ঐ
‘ঝ’	ঐ	„	yh ‘যহ্’	ঐ
‘ত’	ঐ	বাংলা	‘ত’	ঐ

চাকমা 'ক' বর্ণের উচ্চারণ শব্দের আদিত্তে বাঙলার 'ক' ও 'হ' এর মাঝামাঝি

'খ'	এ	„	'খ'	এ
'দ'	এ	„	'দ'	এ
'ধ'	এ	„	'ধ'	এ
'ন'	এ	„	'ন'	এ
'নহ'	এ	ইংরেজি	nh	এ
'প'	এ	বাংলা	'প'	এ
'ফ'	এ	„	'ফ'	এ
'ব'	এ	ইংরেজি	'ew'	এ
'ভ'	এ	„	'vh'	এ
'ম'	এ	বাংলা	'ম'	এ
'য'	এ	„	'য'	এ
'র'	এ	„	'র'	এ
'রহ'	এ	ইংরেজি	'rh'	এ
'ল'	এ	বাংলা	'ল'	এ
'লহ'	এ	ইংরেজি	'lh'	এ
'স'	এ	„	's'	এ
'হ'	এ	„	'h'	এ
(as in hoyr)				
'য়'	এ	„	'y'	এ
'ং'	এ	বাংলা	'ং'	এ
'ঃ'	এ	„	'ঃ'	এ
'.' ,	এ	„	'.' ,	এ

## চাকমা শব্দ

চাকমা ভাষায় বর্তমানে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে এগুলির বিরাট অংশই হলো ইন্দো আর্য (INDO-ARYAN) শাখার শব্দাবলী। বিশেষতঃ শিক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য, সাহিত্য চর্চা, চাকরি ইত্যাদি কারণে প্রচুর বাংলা শব্দ সাম্প্রতিক কালে চাকমা ভাষায় ঢুকে পড়েছে এবং এই গতি নিঃসন্দেহে বর্তমানে অব্যাহত রয়েছে বলে বিশ্বাস।

চাকমাদের আদিভাষা (Original language) কোন পরিবারের অন্তর্গত ছিল সে বিষয়ে এখনও কোন উল্লেখযোগ্য তথ্যই আবিষ্কৃত হয়নি। যেহেতু নৃতত্ত্বের দিক থেকে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক সেহেতু অনেকেরই বিশ্বাস চাকমাদের আদিভাষা, যা কিনা কোন অজ্ঞাত কারণে সুদূর অতীতে কোন এক সময় লুপ্ত হয়েছিল বলে বিশ্বাস, তা' হয়তো অনার্য পরিবারের কোন একটি ভাষা ছিল। বর্তমানে অবশ্য চাকমাতে অনার্য পরিবারের শব্দ খুব কমই পাওয়া যায়। অনার্য পরিবারের যে সমস্ত শব্দ চাকমাতে রয়েছে উল্লেখ্য যে, পাহাড়ীরা পাহাড়ের ঢালু অংশে যে বিশেষ ধরণের এক প্রকার চাষ করে তার নাম জুম চাষ এবং তারা যে স্থানে জুম চাষ করে ঐ স্থানের নাম 'জুম'। নিম্নে চাকমা শব্দগুলি সম্পর্কে সাধারণ একটি আলোচনা দেওয়া গেল।

## চাকমা শব্দগুলির শ্রেণীকরণ

সাধারণভাবে চাকমা শব্দগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা - আর্য শব্দ, অনার্য শব্দ (প্রায় ক্ষেত্রে ভোট-বর্মী শব্দ) এবং বিদেশী শব্দ।

**ক) আর্য শব্দ :-**

যে সকল চাকমা শব্দ সংস্কৃতি, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, অহমীয় অথবা অন্য কোন ইন্দো-আর্য (INDO-ARYAN) ভাষা থেকে চাকমাতে সরাসরি অথবা কালক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপে এসে পৌছেছে ঐ গুলিই হলো আর্য শব্দ। যথা -

চাং : আমি,	(বঙ্গার্থ আমরা),	মূল পালি	অমহে।
চাং : তুমি,	(বঙ্গার্থ আমরা),	মূল পালি	তুমহে।
চাং : গাঙ,	(বঙ্গার্থ নদী/গাঙ)	মূল সংস্কৃত	গঙ্গ।

চাং : সরাহ্ (বঙ্গার্থ ছোট/নদী) মূল পালি সরিং।  
 চাং : মানৈই (বঙ্গার্থ মানুষ), মূল সংস্কৃত মনু।  
 চাং : মিলা, (বঙ্গার্থ মেয়ে/মহিলা), মূল সংস্কৃত মহিলা ইত্যাদি।  
 উল্লেখ্য যে, এখানে চাকমা শব্দটিকে সংক্ষেপে 'চাং' লেখা হলো।

## খ) অনার্য শব্দ

যে সকল চাকমা শব্দ পূর্বকাল থেকে চাকমাতে প্রচলিত ছিল অথবা যে সকল শব্দ আরাকানী, ত্রিপুরী (কক্‌বরক্) কিংবা-কুকি চিন দলের কোন না কোন ভোট-বর্মী (TIBETO-BURMAN) ভাষা থেকে চাকমাতে প্রবেশ করেছে এগুলি হলো অনার্য শব্দ। যথা -

### ১. জুম, জুমে ব্যবহৃত হাতিয়ার ও পাহাড় বিষয়ক শব্দ

চাং : জুম (পাহাড়ের ঢালু অংশে উপজাতীয় লোকেরা যে বিশেষ ধরনের চাষ করে এর নাম জুম চাষ এবং সে স্থানে জুম চাষ করা হয় এর নাম জুম।)

তুলনীয় আসামী : 'জাহোমী' (ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, মনজানে, পৃঃ ১৬-১৭ দ্রঃ)।

চাং : তাগল (বঙ্গার্থ - দা)। এই রকম দায়ের দুই পার্শ্বের মধ্যে এক দিকে অর্থাৎ একটি পার্শ্বেই শুধু ধার দেওয়া থাকে আর এগুলির মাথার দিকটিতেও ধার দেওয়া থাকে। যাতে এগুলি দিয়ে গাছ, বাঁশ কাটার কাজ ছাড়াও মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বীজ পুঁতার কাজ চালানো যায়।

তুলনীয় আসামী : 'টাক্ল' এর সমার্থক হলো মিথেই (মণিপুরী) থাংগুল, অর্থ ছোট দা।

চাং : কাল্লোং (মাথায় দড়ি ঝুলিয়ে পিঠে বহনযোগ্য বেতের তৈরি এক প্রকার ঝড়ি)।

স্থানীয় পাংখোয়া ভাষায় এ জাতীয় ঝড়ির প্রতিশব্দ হলো 'কার্লান'।

চাং : পুল্যাং (মাথায় দড়ি ঝুলিয়ে পিঠে বহনযোগ্য বেতের তৈরি এক প্রকার ঝড়ি)। সমার্থক আরাকানী - পঁরাইং।

স্থানীয় লুসাইরা পাহাড়কে 'টালং' বলে।

চাং : তারেং (পাহাড় পর্বতের ঝাড়া পার্শ্বদেশ)।

## ২. ধর্ম বিষয়ক শব্দ

- চাং : ক্যাং (বৌদ্ধ মন্দির) মূল আরাকানী - ক্যাং, অর্থ বৌদ্ধ মন্দির এবং স্কুল ।
- চাং : স্যাং (ভিক্ষুদের আহার্য দ্রব্য) মূল আরাকানী - সোয়েই ।
- চাং : মোইসাং (শ্রামণ) মূল আরাকানী - মোইসাং ।
- চাং : থাগা (ক্যাং-এর তত্ত্বাবধায়ক) মূল আরাকানী - তাগাং ।
- চাং : কারাগাং (ভিক্ষুদের helper ) মূল আরাকানী - কারাগাং ।
- চাং : সাদাং (বৌদ্ধদের বিশেষ ধরনের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ) মূল আরাকানী - সাদাং ।

## ৩. তৈজস পত্র

- চাং : কাহু (এক জাতীয় বাটি) মূল আরাকানী - কাঃ, এক জাতীয় ছোট পাত্র ।
- চাং : পোই (বসার্থ থালা) মূল আরাকানী - পোইঃ ।
- চাং : ধহু (চাউল মাপার কাজে ব্যবহৃত সমার্থক আরাকানী - কেইঃ ধাহু । এক মুখ খোলা গ্রহিযুক্ত তলওয়ালা বিশিষ্ট এক প্রকার পাত্র) ।
- চাং : ফিয়ং (ক্ষুদ্র নৌ আকৃতি বিশিষ্ট গাছের খোলাওয়ালা এক জাতীয় জল রাখার পাত্র । সাধারণতঃ ফিয়ং-এ পা ধোওয়ার জল রাখা হয় । এছাড়া ফিয়ং-এ করে শূকরকে খাবারও দেওয়া হয় । মূল আরাকানী - ফয়ং ।

## ৪. পোশাক পরিচ্ছেদ বিষয়ক শব্দ

- চাং : খবং (পাগড়ী) মূল আরাকানী - গম্বং ।
- চাং : কোবোই (বিশেষ এক ধরনের জামা) । সমার্থক ত্রিপুরী - কাগোই ।
- চাং : ফিয়া (কাঁধে ঝোলানোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি এক ধরনের কাপড়ের থলি) তুলনীয় ত্রিপুরী - খিসা ।



## ৫. সঙ্গীত যন্ত্র ও ফাঁদ জাতীয় শব্দ

- চাং : ধুদুক (এক টুকরো বাঁশের টুকরো নিয়ে 'ধুদুক' তৈরি করা হয়। এটিকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে শব্দ করা হয়। অতীতে সঙ্গীত যন্ত্র হিসাবে এর ব্যবহার যত না ছিল, তার চেয়ে একটি বন্য শূকর তাড়ানোর কাজেই অধিক ব্যবহৃত হতো)।
- চাং : খেংগরং (এক ফালি বাঁশের টুকরো নিয়ে খেংগরং তৈরি করা হয়। এটি মুখে নিয়ে বাদ্য হিসাবে বাজানো হয়। মূল আরাকানী : খেং খেং। সমার্থক ত্রিপুরী - দাংদুং)।
- চাং : কাবুক (বাঘ মারার জন্য বিশেষভাবে তৈরি এক ধরনের ফাঁদ)।
- চাং : কেরাপ্ (পাখি বিশেষতঃ ডাহুক ধরার জন্য বিশেষ ধরনের ফাঁদ)।
- চাং : ঈদি (খরগোশ অন্যান্য বন্য ছোট জাতীয় প্রাণী ধরার জন্য বিশেষ ধরনের ফাঁদ)।

## ৬. মশলা জাতীয় শব্দ

- চাং : সাবারাং (তুলসী জাতীয় এক শ্রেণীর উদ্ভিদ তরকারিতে কাচা বা সবুজ অবস্থায় মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়)।
- চাং : ফুঝি (ঘাস জাতীয় এক শ্রেণীর উদ্ভিদ। তরকারিতে কাচা বা সবুজ অবস্থায় মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়)।

## ৭. অন্যান্য ভোট বর্মী শব্দ

- চাং : গারেং (বঙ্গার্থ খামার ঘর) মূল ত্রিপুরী - গাইরাং।
- চাং : কুরুম্ (কোমরের দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝোলানোর জন্য বেতের তৈরি ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট এক প্রকার ঝাঁচা। জুমে বীজ বপনের সময় এতে বিভিন্ন ফসলের বীজ রাখার কাজে একটি ব্যবহৃত হয়)।
- চাং : মেজাং (ভাত খাওয়ার সময় ভাতের থালা রাখার জন্য বেতের তৈরি ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট এক ধরনের মাচাং বিশেষ)।
- চাং : গম্ (ভাল) মূল আরাকানী - কং।
- চাং : তেমাং (আলোচনা সভা) মূল আরাকানী - তাইমাং।

## গ. বিদেশী শব্দ

চাং :	অক্থ	(বঙ্গার্থ সময়)	মূল	আরবী	ওয়াক্ত ।
চাং :	গর্বা	( „ মেহমান)	„	„	গোর্বা ।
চাং :	ওহুরিপ্	( „ ফাঁকিবাজ)	„	„	হরীফ অর্থ চালাক ।
চাং :	ফোর	( „ পালক)	„	„	ফাসী পোর্ ।
চাং :	মুক্যা	( „ ভূট্টা)	„	„	মকৈ ।
চাং :	খদা	( „ চাকমারা ব্যথা	„	„	খোদা অর্থ স্রষ্টা ।
		পেলে অনেক সময় খদা বলে)			
চাং :	কবা	( „ কাক)	„	„	হিন্দী কৌয়া ।
চাং :	খর	( „ টক)	„	„	খট্টা ।
চাং :	খারু	( „ ছুড়ি)	„	„	খডুআ ।
চাং :	খস্তাল	( „ ঝগড়াতে)	„	„	খরতাল অর্থ স্পষ্টভাষী ।
চাং :	দাবা	( „ বাঁশের হুকা)	„	„	(?) ডব্বা অর্থ বৃহৎ পাত্র ।
চাং :	বুইয়ার	( „ বাতাস)	„	„	বয়ার ।
চাং :	জীংকানি	( „ জীবন)	„	„	উর্দু জিন্দেগী ।
চাং :	ঝাদি	( „ তাড়াতাড়ি)	„	„	জল্দি ।
চাং :	কলেজ	( „ মহাবিদ্যালয়)	„	„	ইংরেজি কলেজ ।
চাং :	ইচচুল	( „ বিদ্যালয়)	„	„	স্কুল ।
চাং :	অভিচ্	( „ অফিস)	„	„	অফিস ।
চাং :	টেলিভিঝন	( „ টেলিভিশন)	„	„	টেলিভিশন ইত্যাদি ।

## কতিপয় দ্বিরুক্ত এবং ধন্যাত্মক শব্দ

চাকমা ভাষার শব্দ ভাভারের প্রধান একটি উৎস হলো- এর দ্বিরুক্ত এবং ধন্যাত্মক শব্দগুলি। প্রকৃতপক্ষে চাকমা ভাষাতে অজস্র দ্বিরুক্ত এবং ধন্যাত্মক শব্দ রয়েছে যেগুলি চাকমা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করেছে। নিম্নে এই বিষয়ে কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল।

### ক. দ্বিরুক্ত শব্দ

<u>চাকমা</u>	-	<u>বঙ্গানুবাদ</u>
ধাভা ধাভা (যানা)	-	দৌড়ে দৌড়ে (যাওয়া)।
পুনে পুনে (আহুদানা)	-	পিছে পিছে (হাঁটা)।
লাহুরে লাহুরে (গরানা)	-	ধীরে ধীরে (করা)।
চিগোন চিগোন (গুলা)	-	ছোট ছোট ফল।
ধাঙর ধাঙর (আম)	-	বড় বড় আম।
রাঙা রাঙা (ফুল)	-	লাল লাল (ফুল)।
উম উম (পানি)	-	উষ্ণ উষ্ণ (জল) অর্থাৎ ঈষৎ উষ্ণ জল।
জুর জুর (বুইয়ার)	-	ঠান্ডা ঠান্ডা (বাতাস)।
আহ্বং আহ্বং (মু)	-	হাসি হাসি (মুখ)।
নাজং নাজং (মিলা)	-	নাচবে নাচবে (মেয়ে)। অর্থাৎ যে মেয়ে নাচার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

## খ. অনুচর দ্বিরুক্ত শব্দ

চাকমা	-	বঙ্গানুবাদ
ফুজুক ফাঝাক (চুল)	-	উক্কো খুক্কো (চুল)।
ফুবুক ফাঝাক (কেইয়া)	-	শারীরিক অস্বস্তিকর অবস্থা।
ফুরং ফারাং (ভাচ্)	-	আবোল তাবোল (কথা)।
সিট্রিং ভিট্রিং (পঝা)	-	ছড়ানো ছিটানো (মালপত্র)।
সন্দরং মন্দরং (মানুষ)	-	পাগলাটে (মানুষ)।
বেঙা কঙা (পথ)	-	আঁকাবাঁকা (পথ)।
তেনজং মেনজং (পিলা)	-	দুমড়ানো (পাতিল)।

## গ. শব্দ দ্বৈত : [সমার্থবোধক শব্দ দ্বৈত]

<u>চাকমা</u>	
লবয় সজন (ভাইরা ভাই)	- ইথ্যকুদুম (ইষ্টকুটুম)
দাঙর দীঘোল (বড় সড়)	- গুথি গুদুরি (গোষ্ঠী গোত্র)
ধাক্যা পাদার্জ্যা (পার্ম্ববর্তী স্থান/এলোপাতাড়ি)	
কাজা কজরা	- (কচি কাচা) ।

## ঘ. বিপরীতার্থক শব্দ দ্বৈত

চাকমা	-	বঙ্গানুবাদ
অঝল নিজে	-	(উচ্চ নিচ)
গম বজং	-	(ভাল মন্দ)
কাজা পাগানা	-	মচা পাকা)
উজু বেঙা	-	(সোজা বাঁকা)
লাস্বা বাধি	-	(লস্বা বেঁটে)
বাঙ দেন	-	(বাম ডান)
পহুর আন্দার	-	(আলো অন্ধকার)
মুঝুঙে পিঝে	-	(সামনে পিছনে)

### ঙ. শব্দ যুগল

জু - সুযোগ	-	তারা - তারকা
জুহ্ - আদাব/নমস্কার	-	তারাহ্ - তাহারা
তুম - সূতার রীল	-	কানা - ছিদ্র
থুম - সমাপ্ত	-	কানাহ্ - ঝঙ্ক
লুদি - লতা	-	
লুহ্দি - লাঠি	-	মানাহ্ - বারণ করা
কাজা - কাচা	-	বানা - তৈরি করা
খাজা - খাঁচা	-	বানাহ্ - ধাঁধা
আহ্‌ঝা - লবনাক্ত স্থান	-	কাদি - কাঠি
আঝা - আশা	-	খাদি - বক্ষ বন্ধনী।

### চ. ধ্বন্যাত্মক শব্দ

চাকমা	-	বাংলা [তুলনীয় শব্দ]
ঝিমিত ঝিমিত (জ্বলানা)	-	ঝিঝমিক (জ্বলা)
তুগুত তুগুত (এযানা)	-	ঘন ঘন (আসা)
ভেঘত ভেঘত (আহ্‌ঝানা)	-	ফিকফিক (হাসা)
তিদিক তিদিক (ঘুরানা)	-	টৌ টৌ (ঘুরা)
থঝক গঝক (গরানা)	-	খচ খচ (করা)
ফুক ফুক (পরানা)	-	টপ টপ (পড়া)
ফুং ফুং (ফুদানা)	-	ঠাশ ঠাশ (ফুটা)
ভুং ভুং (পরানা)	-	ধপাস্ ধপাস্ (পড়া)
ঝেনঝেংঝেং ঝান্‌ঝারাং (র)	-	ঝন ঝন (শব্দ)
তদক তদক (গরানা)	-	ঠক ঠক (করা)
ফুকুলুং ফাঙ্কালং (র)	-	ছলাত ছলাত (শব্দ)
পোতপোত্যা (জুন'পহর)	-	ফুটফুটে (জোছনা)

চাকমা	-	বাংলা [তুলনীয় শব্দ]
দাঙদাঙ্যা (রোদ)	-	খা খা (রৌদ্র)
চিঙচিঙ্যা (তগল)	-	ঝকমকে (দা)
তাকতাক্যা (কুণ্ডর)	-	জাঁদরেল (কুকুর)
ঘুতঘুত্যা (আন্দার)	-	ঘুটঘুটে (অঙ্ককার)
লকলক্যা (আগা)	-	লিকলিকে (আগা)
মোর্মোজ্যা (পিধা)	-	মচমচে (পিঠা)
ধিকধিক্যা (ঘর)	-	নড়বড়ে (ঘর)
তেলতেল্যা (কেইয়া)	-	তেলতেলে (শরীর)
কিজির কাজাক (গরানা)	-	কিচিরমিচির (করা)
লকলক্যা (আগা)	-	লকলকে (আগা)।

ক্রিয়া : ক্রিয়ার মূল হলো ধাতু। চাকমাতে ধাতু প্রধানতঃ দুই প্রকার যথা- মৌলিক ধাতু এবং সাধিত ধাতু। নিম্নে এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া গেল।

## ক. মৌলিক ধাতু

### ১. অ-কারান্ত ধাতু ও ক্রিয়া :

ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা	ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা
ক	কনা	বলা	খা	খানা	খাওয়া
থ	থনা	রাখা	চা	চানা	চাওয়া/দেখা
ল	লনা	লওয়া	পা	পানা	পাওয়া
অহ্	অহ্‌না	হওয়া	যা	যানা	যাওয়া
ধহ্	ধহ্‌না	ধোওয়া	ধা	ধানা	পালানো
রহ্	রহ্‌না	থাকা	গা	গানা	গাওয়া
অহ্	অহ্‌না	খেলা	বা	বাজানা	বাদ্যযন্ত্র বাজানো/ নৌকা বাওয়া।

## ২. হ্-অন্ত্য ধাতু ও ক্রিয়া

ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা	ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা
গর্	গরানা	করা	চিন্	চিনানা	চিনা
ধর্	ধরানা	ধরা	জান্	জানানা	জানা
পড়্	পড়ানা	পড়া	মান্	মানানা	মানা
লর্	লরানা	নড়া	আধ্	আধানা	হাঁটা
দেখ্	দেখানা	দেখা	উধ্	উধানা	উঠা
শিখ্	শিখানা	শিখা	লেখ্	লিখানা	লিখা
মাগ্	মাগানা	চাওয়া	তান্	তানানা	টানা
বুন্	বুনানা	বুনা/বুনানো	শন্	শনানা	শনা

## ৩. এ্যা-কারান্ত ধাতু ও ক্রিয়া

ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা
দ্যা	দ্যানা	দেওয়া
ন্যা	ন্যানা	নেওয়া

## খ. সাধিত ধাতু

চাকমাতে সাধিত ধাতুকে সাধারণভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-  
নিজন্ত ধাতু বা প্রযোজক ধাতু এবং ধন্যাত্মক ধাতু। এই উভয় প্রকার ধাতুর চরিত্রই  
হলো আকারান্ত ধাতুর অনুরূপ। নিম্নে এই বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া হলো -



## ১. প্রযোজক বা নিজস্ব ধাতু ও ক্রিয়া

ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা	ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা
গরা	গরানা	করানো	চিনা	চিনানা	চিনানো
পড়া	পড়ানা	পড়ানো	জানা	জানানা	জানানো
দেঘা	দেঘানা	দেখানো	আধা	আহুধানা	হাঁটানো
শিঘা	শিঘানা	শিখানো	উধা	উধানা	উঠানো

## ২. ধন্যাত্মক ধাতু ও ক্রিয়া

ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা	ধাতু	চাং ক্রিয়া	বাংলা
ফরফরা	ফরফরানা	খড়ফর করা	কুনকুনা	কুনকুনানা	চুন চুন করা
কুনকুনা	কুনকুনানা	কুনকুন করা	কুলকুলা	কুলকুলানা	কুলকুল করা
তনতনা	তনতনানা	তনতন করা	দুরদুরা	দুরদুরানা	ধুগধুগ করা
করকরা	করকরানা	করকর করা	করকরা	করকরানা	কড়কড় করা

ইত্যাদি।

## অনুশীলনী - ১

- চাকমা ভাষা (বর্তমান চাকমা ভাষা) বৃহৎ ভাষা পরিবারের কোন শাখার অন্তর্গত?
- সাধারণভাবে চাকমা শব্দগুলিকে কত ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখুন।
- চাকমা ভাষায় কোন কোন বিষয়ে অধিক ভোট-বর্ষী শব্দ পাওয়া যায়?
- ৫টি দ্বিরুক্ত ও ৫টি অনুচর শব্দের বঙ্গার্থসহ উদাহরণ দিন।
- চাকমাতে কত প্রকার পদ রয়েছে? প্রত্যেক পদের ৩টি করে উদাহরণ দিন।
- চাকমাতে ধাতু কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণ দিন।

## আত্মীয় স্বজন সম্পর্কীয় শব্দ

বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা
দাদা	- আজু/আত্যা	ভাসুর	- ভেবুর
দাদী	- নানু/বরাঙা	জা	- জাল্
নানা	- আজু/আত্যা	ভগ্নীপতি	- বোন জামেই/বোনোই
নানা	- নানু/বরাঙা	দুলাভাই	- বোনোই
পিতা	- বাপ্	দেবর	- দিওর্
মাতা	- মা	ভবী	- ভোচ্
জেঠা	- জিধু/জেখা	ননদ	- ননন্
জেঠি	- জেধেই/জেধেঙা	শালা	- শালা
কাকা	- কাক্কা/খুস্তো	শালী	- শালী
কাকি	- কাকী/খুরাঙা	ভাই	- ভেই
মামা	- মামু/মেল্যা	বোন	- ভোন
মামি	- মামী	বড় ভাই	- দা/দাদা/বরভেই
মেসো	- মইঝা/মেস্তালা	দিদি	- বেই/বরভোন
মাসি	- মুঝি/মৈঝাঙা	ছেলে	- পুআ/মরত্ পুআ
পিসা	- পিঝা/পিস্তালা	মেয়ে	- ঝি
পিসি	- পিঝেই/পিঝাঙা	পুত্র	- পুত/পুআ
স্বস্তর	- শো'র	কন্যা	- ঝি
শাজড়ি	- শোরি	ভাইপো	- ভেইপুত্
তালই	- তালোই	ভাইঝি	- ভেইঝি
বেয়াই	- বিয়েই	ভাগ্নে	- ভাগিনী/ভাইন্যা
বিয়ান	- বিয়েনী	ভাগ্নী	- ভাগিনী/ভাইনী
স্বামী	- নেক্	নাতি	- নাদিন্
স্ত্রী	- মোক্	নাভনি	- মিলা-নাদিন
জামাই	- জামেই	জ্যেষ্ঠ	- জেত্
বৌ	- বৌ	কনিষ্ঠ	- কনেত্
সং পিতা	- সাদাঙ্গ বাপ্	কুটুম	- কুদুম্
সংমা	- সাদাঙ্গা মা	ঘনিষ্ঠ	- ঘনাত্যা/সদর্জ্যা

## মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পর্কীয় শব্দ

বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা
শরীর/কায়া	- কেইয়্যা	পিঠ	- পিত্
চুল	- চুল	মেরুদন্ড	- পিধিদারা/কাঙেল
দাড়ি	- দারি	কোমর	- ফার/কমর
গোঁফ	- মোচ্	নাভি	- নিয়েই
কেশ	- কেচ্	নিতম্ব	- উলুখুল
মাথা	- মাধা	পাছা	- পুন/পুরি
কপাল	- কবাল	উরু	- দাবানা
চোখ	- চোখ	হাঁটু	- আধু
নাক	- নাক	গোড়ালি	- মুরি
কান	- কান	পা/ঠ্যাং	- থেং
মুখ	- মু	হাড়	- আহর্
গাল	- গাল	চর্ম	- চাম্
ওষ্ঠ	- উত্	ফুসফুস	- অজত
দাঁত	- দাত	পাকস্থলী	- ভারাল
জিহ্বা	- জিল্	নাড়িভুঁড়ি	- আদুরি
চোয়াল	- জেম	শিরা	- রক্
চিবুক	- থুগুরি	কলিজা	- চিত্
খোঁপা	- চুলছুদা/চুলঝুধা	মগজ	- মগচ/গুথ্যা
গলা	- গস্তানা/তদা	রক্ত/লোহ	- লো
কাঁধ	- কানাহ	ঘাম	- ঘাম
হাত	- আ'ত্	থুথু	- ছেপ্
কনুই	- কেলোডি	কফ্	- মা'ক্
আকুল	- আতুল	লালা	- লেত্তুয়া
নখ	- নখ	সিকনি	- সিগোন
বুক	- বুক	মল/গু	- ঘু
স্তন	- দুত্	মূত্র	- মূত্
পেট	- পেত্		

## খাদ্য পানীয় সম্পর্কীয় শব্দ

বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা
ধান	- ধান	ইক্ষু	- কুছ্যাল
চাউল	- চোল	ভুট্টা	- মোক্যা
ভাত	- ভাত	মরিচ	- মরিচ্
তরকারি	- তোন্	লবণ/নুন	- নুন
মাছ	- মাছ	রসুন	- রো'ন্
মাংস	- এহুৱা	পিঁয়াজ	- পিঁয়াচ্
সবজি	- লাদাপাদা	আদা	- আদা
শাক	- শাক	হলুদ	- ওহুলোদ
ডাল	- ডেল্	সরিষা	- সোজ্য
আলু	- আলু	তিল	- ঘচ্যা
কচু	- কুজু	সরিষার তেল	- জেত তেল
বেগুন	- বিগুন	গুটকি	- গুগুনি
মূলা	- মূলা	দুধ	- দুত্
লাউ	- কুধুঙলা	দই	- দই
মিষ্টিকুমড়া	- গুগুরীঙলা	ঘী	- ঘী
সীম	- সুমি	চিনি	- চিনি
চিচিঙ্গা	- কইদ্যা	মধু	- মধু
করলা	- তিদাঙলো	গুড়	- মিধা
কাঁকরোল	- কাভারাঙলো	রস	- রচ্
টেঁড়স	- ধেরচ/ঢাগা গুমি	পান	- পান
ওল	- উল্‌কুজু	সুপারি	- সুবারি
মারফা	- মাম্‌মারা/মাখারা	চুন	- সিবিদি
ক্ষীরা	- খীরা	খয়ের	- কত্
শসা	- ফল	তামাক	- ধুন্দা

## বিবিধ ফলের নাম

<u>বাংলা</u>	<u>চাকমা</u>
আম	- আম
জাম	- জাম
আনারস	- আনাচ্
নারিকেল	- নারিকুল
কাঁঠাল	- কাখোল্
কমলা	- কমলা
কলা	- কলা
লেবু	- লিমু
জাম্বুরা	- কন্দাল
পেঁপে	- কোংগেইয়া
বেল	- বেলগলো
আমলকী	- কাদামহ্লা
তাল	- তাল
কুল	- বোরোই
পেয়ারা	- গৈয়াম
তেঁতুল	- তেধোই
চলতা	- উলু
আমড়া	- আমরাগলো
কামরাঙ্গা	- করুঙ্গা
তরমুজ	- তোন্মোচ্
ফুটি	- বাগী
লিচু	- লিঙ্গু
হরিতকী	- অহত্যাণ্
বহেড়া	- বরাহ্গুলা

## বিবিধ মাছের নাম

<u>বাংলা</u>	<u>চাকমা</u>
কই মাছ	- কই মাছ
মাগুর মাছ	- তুগুর মাছ
শিসি মাছ	- শি মাছ
ইলিশ মাছ	- ইলিচ্ মাছ
পুঁটি মাছ	- পুধি মাছ
চিংড়ি	- ইজা
রুই মাছ	- রুইত্ মাছ
মৃগল	- মিন্নগা মাছ
কাতাল মাছ	- কাদাল্ মাছ
কালিঘনে মাছ	- কালিঘন্যা মাছ
পাবদা মাছ	- পাবলা মাছ
ট্যাংরা মাছ	- গুল্ছ মাছ
চিতল মাছ	- চিদোল্ মাছ
বোয়াল মাছ	- বুয়াল মাছ

## বিবিধ পশুর নাম

<u>বাংলা</u>		<u>চাকমা</u>
কুকুর	-	কুগুর
গরু	-	গুরু
ছাগল	-	ছাগল
মহিষ	-	মোছ
গয়াল	-	গব
গভার	-	গন্দার
বাঘ	-	বাঘ
চিতা	-	তেক্যাপরা বাঘ
ভল্লুক	-	ভালুক
হরিণ	-	অহুরিং
হাতি	-	য়ে'ত্
বানর	-	বান্দর্
শিয়াল	-	শিয়েল
হনুমান	-	অনুমান
বিড়াল	-	বিলেই

## বিবিধ পাখির নাম

<u>বাংলা</u>		<u>চাকমা</u>
কবুতর	-	কোদোর্
কাক	-	কবা
কাঠোঁকরা	-	খুরোল্যা
কোকিল	-	কোগিল্
ঘুঘু	-	ক
চড়ুই	-	চোরোই
চিল	-	চিল
টিয়া	-	তদেক
পাখি	-	পেইক্
পেঁচা	-	পেজা
বক	-	বগা
বুলবুলি	-	জুরবোপেইক
মাছরাঙ্গা	-	মাছরাঙা
মুরগি	-	কুহুয়া
শকুন	-	শোবোন্
হাঁস	-	আহুচ্
ময়না	-	মনা

## বিবিধ কীট পতঙ্গ ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর নাম :

<u>বাংলা</u>	<u>চাকমা</u>	<u>বাংলা</u>	<u>চাকমা</u>
ইঁদুর	- উন্দুর	গোসাপ	- গুই
উইপোকা	- উইপুক	ছারপোকা	- করমপুক
উকুন	- উগুন	জোনাকী	- জুনি
কচ্ছপ/কাহিম	- দুর্	ঝিনুক	- সিলোন্
কাঁকড়া	- কাঁড়রা	তক্ষক	- হক্কেং
কাঠবিড়ালী	- চগদা	তেলাপোকা	- তেল্যাপুক
কেঁচো	- কেচ্ছো	টিকটিকি	- তুকতুগি
গিরগিটি	- সামলক্	পিপড়া	- পিগিরা
পোকা	- পুক্	মশা	- মঝা
প্রজাপতি	- পত্ৰাপত্তি	মাকড়সা	- মাগরক্
ফরিঙ	- ফিরিঙ	মাছি	- মাঝি
ব্যাঙ	- বেঙ	মৌমাছি	- মুপুক
ব্যাঙাচি	- বেগেনা	শামুক	- শামুক
বেজী	- বিজী	সজারু	- কুদুক্
বোলতা	- বহলাপুক	সাপ	- সাপ্
ভোমরা	- ভঙরা		

### খেলাধুলার নাম

<u>বাংলা</u>	<u>চাকমা</u>
খেলা	- খারা
কানামাছি	- ফুলমাছ খারা
কাবাড়ি	- গুদু খারা
কুস্তি	- বুন্দি খারা
দারিয়াবান্ধা	- পৌন্ খারা
বৌচি	- পোস্টি খারা
লুকোচুরি	- পত্ৰাপত্তি খারা

### বাদ্যযন্ত্রের নাম

<u>বাংলা</u>	<u>চাকমা</u>
ঢোল	- ধুল
তবলা	- তবল
বেহালা	- বেলা
বাঁশি	- বাঝি
খোল	- গজিনা
করতাল	- কুয়াংজুর
শিঙ্গা	- শিঙ্গা

## ধাতুর নাম

<u>বাংলা</u>		<u>চাকমা</u>
সোনা	-	সনা
রূপা	-	রুবা
তামা	-	তামা
পিতল	-	পিদোল
লৌহ	-	লুআ
সীসা	-	সীঝা

## বিবিধ রঙের নাম

রঙ	-	রঙ
লাল	-	রাঙা
কাল	-	কালা
সাদা	-	ধুপ্
সবুজ	-	এহল
হল্‌দে	-	ওহলোদ্যা
নীল	-	সোচ্
বেগুনী	-	বিগুনী

## হাতিয়ারের নাম

<u>বাংলা</u>		<u>চাকমা</u>
হাতিয়ার	-	আহ্‌ত্‌য়ার
দা	-	তাগল্
কুড়াল	-	খুরোল্
ছুরি	-	ছুরি
কাঁচি	-	কিজিক্
তীর	-	শেল্
ধনুক	-	ধনু / বাদোল্
ঢাল	-	খাল
বর্শা	-	জাধি
সূঁচ	-	সুচ্
কাস্তে	-	চারিহ্
লাঠি	-	লুধি



## গৃহ ও বিবিধ আসবাব পত্র সম্পর্কিত শব্দ

<u>বাংলা</u>		<u>চাকমা</u>		<u>বাংলা</u>		<u>চাকমা</u>
ঘর	-	ঘর		জামা	-	সুলুম
দুয়ার	-	দুয়ার		কাপড়	-	কাবর
সিঁড়ি	-	সাঙ্		গামছা	-	গান্ঝাকানি/তোইল্যা
চাল	-	চাল		নেংটি	-	তেন্যা
বেড়া	-	বেরাহ্		পাগড়ি	-	খবং
খুঁটি	-	থুনি		কম্বল	-	কম্বল
শোয়ার ঘর	-	গুধি		বিছানা	-	বিচ্ছেনা
রান্নাঘর	-	ওলোনশাল্		বালিশ	-	বালোছ্
হাঁড়ি	-	আহুরি		কুলা	-	কুলা
পাতিল	-	তেলোন		চালুন	-	চালোন্
কলসি	-	কুম		ঝুড়ি	-	পুল্যাং/কাল্লোং
থোলা	-	থাল		দোলনা	-	ধুলোন
বাটি	-	কদরা		তাঁত	-	বেইন
লাকড়ি	-	দারভুয়া		চরকা	-	চব্গা
কয়লা	-	আঙরা		পাখা	-	বিজোন্
পিড়ি	-	পিরাহ্		হঁকা	-	দাবা
চটাই	-	তোলোই		কল্কে	-	কোল্গি

## গাছপালা ও বিবিধ উদ্ভিদ সম্পর্কীয় শব্দ

<u>বাংলা</u>	<u>চাকমা</u>	<u>বাংলা</u>	<u>চাকমা</u>
গাছ	- গাচ্	শাখা	- খেলা
বাঁশ	- বাচ্	চারা	- চারা
শন্	- শন্	ঘাস	- খের/ঘাচ্
বেত	- মুরিজা/গলা/কেরাত	বীচি	- বিজি
কাঠ	- তক্তা	কাঁটা	- কাদা
লতা	- লুদি	ফুল	- ফুল
পাতা	- পাদা	ফল	- গুলা
শিকড়	- শিঙোর্	কুঁড়ি	- কুরি
বাকল	- বাগল্	পাপড়ি	- পাগোর্
আগা	- আগা	রেণু	- রেণু
গোড়া	- গরা		

## প্রকৃতি সম্পর্কীয় শব্দ

বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা
চন্দ্র	- চান	জল/পানি	- পানি
সূর্য	- বেল্	বন্যা	- বান্
মাটি	- মাদি	সাগর	- সাগর/দোজ্যা
ধূলি	- ধূল্যা	দিন	- দিন
পৃথিবী	- পিথিমী/মানেয়ো/পুরী	রাত্রি	- রেইত
পাহাড়	- মুরাহ্	পূর্ণিমা	- পূন্নিমা
পর্বত	- মোন	অমাবস্যা	- আঁভোছ্যা
অরণ্য/ঝাড়	- ঝাৰ্	সকাল	- বেন্যা
নদী	- গাঙ	বিকাল	- বেল্যা
ঝর্ণা	- ঝোঝোঁরি/ছরা	দুপুর	- দিভোর/দিবুজ্যা
আকাশ	- দেবা/আঘাচ্	সন্ধ্যা	- সাজোন্‌য়া
বাতাস	- ব/বৈয়ার	গ্রীষ্মকাল	- গরমকাল/খরান্
মেঘ	- মেঘ	বর্ষাকাল	- বারিঝাকাল
বৃষ্টি	- ঝর্	শীতকাল	- জারকাল
রৌদ্র	- রোদ	বৎসর	- বঝর্
ঝড়	- বরব'	মাস	- মাস্
কুয়াশা	- খুয়া	সময়	- সময়/অক্ত/মাধান
শিশির	- শিরপানি		
অন্ধকার	- আন্ধার		
আলো	- পহ্ৰ		
আগুন	- আগুন		
ধোঁয়া	- ধুমা		
জোছনা	- জুন'পহ্ৰ		
রঙধনু	- রান্‌জুনি		
নক্ষত্র	- তারা		
ধুমকেতু	- ধুমাতারা		
উল্কা	- তারাজামেই		

## দিক

বাংলা	চাকমা
উত্তর	- উত্তর
দক্ষিণ	- দঘিন
পূর্ব	- পুগ
পশ্চিম	- পঝিম্
দিক	- কিত্যা/মুখ্যা

## গণনা সম্পর্কীয় শব্দ

<u>বাংলা</u>	<u>চাকমা</u>	<u>বাংলা</u>	<u>চাকমা</u>
এক	- এক	বাইশ	- বেইচ্
দুই	- দুই	তেইশ	- তেইচ্
তিন	- তিন	চব্বিশ	- চোব্বিচ্
চার	- চের	পঁচিশ	- পোজোচ্
পাঁচ	- পাচ	ছাব্বিশ	- ছাব্বিচ্
ছয়	- ছ	সাতাশ	- সাদেচ্
সাত	- সাত	আটাশ	- আদেচ্
আট	- আত্য	উনত্রিশ	- উনত্রিচ্
নয়	- ন	ত্রিশ	- তিরিচ্
দশ	- দচ্	একত্রিশ	- এগোত্তিরিচ্
এগার	- এগার	বত্রিশ	- বোত্তিরিচ্
বার	- বার	চল্লিশ	- চাল্লিচ্
তের	- তের	পঞ্চাশ	- পঞ্জাচ্
চৌদ্দ	- চোদ্দ্য	ষাট	- হে'ত
পনের	- পন্দর	সত্তর	- সত্তুর
ষোল	- সুলো	আশি	- আঝি
সতের	- সদর (অ)	নব্বই	- নোব্বোই
আঠার	- আদার (অ)	একশত	- একশত/একশ
উনিশ	- উনিচ্	এক হাজার	- এগ্ আহ্জার
বিশ	- কুরি	একলক্ষ	- এক লাখ
একুশ	- এগোচ্	এককোটি	- এক্‌কুধি

## অন্যান্য প্রয়োজনীয় শব্দ

বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা
মানুষ	- মানুষ/মুনিচ্চর/ মানেই	ডান	- দেন্
শিশু	- চিগোনগুরা	বাম	- বাঙ
কিশোর	- খার্কোচ্যা	পূণ্য	- পূন্য
শৈশব	- গুরা-অক্ত	দূর	- দূর
কৈশোর	- খার্কোচ্যা	নিকট	- কায়
যৌবন	- গাভুরকাল	সহজ	- উচ্চ
বার্ধক্য	- বুরাহকাল	কঠিন	- আগাথ্যা
শক্ত	- দরঅ	চালাক	- চালাক
নরম	- নরম	বোকা	- ভুল
কাঁচা	- কাজা	ধর্ম	- ধর্ম/ধরম্
পাকা	- পাগানা	কর্ম	- কাম/করম্
লাভ	- লাভ	আস্তে	- লারে
ক্ষতি	- গুনাগার	জোরে	- জোরে
জন্ম	- জর্ম/জনম	সোজা	- উজু
মৃত্যু	- মিত্তু/মরণ	বাঁকা	- বেঙা
সুখ	- সুখ	উচ্চ	- অজল্
দুঃখ	- দুখ/দুক্খ	নীচ	- নিজ (অ)
ধনী	- থাগোইয়্যা	হ্যা	- ই/অহ্য
গরীব	- নেইয়্যা/গরীব/নাদংসা	না	- না/ইহিক্
কানা	- কান্	হালকা	- পাদল্
খোঁড়া	- লেঙ	ভারি	- গো'র্
বড়	- দাঙর/ভনা/অহ্মা/পক্তা	নতুন	- নুআ
ছোট	- চিগান্	পুরাতন	- পুরন্
লম্বা	- লাম্বা	গুরু	- আরম্ভ/ফাং
বেঁটে	- বাধি	শেষ	- শেচ/থুম্
		দোষ	- দুচ্

বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা
সং	- গম্ (মানুচ)	গুণ	- গুণ
অসং	- বজং (মানুচ)	খালি	- খালা/চুধ'
আসল	- আঝল্	পূর্ণ	- ভরন্
নকল	- নগল	শত্রে	- শত্ভর
সুন্দর	- দোল	মিত্র	- মিত্তোর
কুৎসিত	- কু-ছিরি/বেধোক্যা	আপন	- আমন্
ভাল	- গম	পর	- পর
মন্দ	- বজং/ভান্যা	কথা	- কথা
টক্	- খর	রূপকথা	- পজ্ঝন্/কিত্থা
ঝাল	- ঝাল	ধাঁধা	- বানাহ্
তেঁতো	- তিদা	সংবাদ	- সাঝাত/খবর/বাত্তা
মিষ্টি	- মিধা	টাকা	- টেঙা
ধারালো	- ধার	পয়সা	- পৈঝা
ভেঁতা	- ভদা	বাজার	- বাজার
বিধবা	- রানি	দোকান	- দগান
বিপত্নীক	- রানা	জিনিস	- জিনিচ্
অলস	- আলঝি	মালিক	- নানু
কর্মঠ	- কাম্মুয়া	গৃহস্থ	- গিরোছ্
আগে	- আগে	জীবন	- জীংকানী
পরে	- জেরে/পরে	আজ	- এচ্যা
কম	- কম	কাল	- কেল্যা
বেশি	- বেচ্	আগামীকাল	- এজেখে কেল্যা
বন্ধ	- বন্/ বন্ধ	পরশু	- পোজ্ঝু
খোলা	- খুলা/মেলাহ্	এখন	- ইক্খন্/ইক্খ/ইক্কে
নৌকা	- ন	তখন	- সেক্খে/সেক্খেনে
ছই	- পঙ	যখন	- যেক্খে/যেক্খেনে
বৈঠা	- পাঙেই	কখন	- কক্খে/কক্খনে
চিরুনি	- ফুনি	কবে	- কমলে
আয়না	- আনা	কোথায়	- কুধু

বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা
ছাতা	- ছাদি	কোথেকে	- কুখুন
খলি	- খল্যা/খলা	কি জন্য	- কিত্যায়/কিদ্যায়
জায়গা	- জাগা	কেন	- ক্যা/কিয়ে
জমি	- ভুই	কাহার	- কা'/কার
ক্ষেত	- খেত	কত	- কধক
সুড়ঙ্গ	- সুরুং	কে	- কন্থাহ
গলার মালা	- মালাছরা	কি	- কি
আংটি	- আঙ্কিক্	কেন	- কিত্যে
বালা	- বালাখারু	কেমন	- কেঝান
গীত/গান	- গীত/গান	নাম	- নাঙ
গল্প	- গপ/কিথ্যা	গ্রাম	- আদাম
লজ্জা	- লাচ্	দেশ	- দেচ্
ভয়	- দর্	রাজ্য	- রেজ্য
ভীৰু	- পাদারা	সৈন্য	- সৈন্য
রাগ	- রাগ	অতিথি	- গর্বা
স্নেহ	- মেইয়্যা	বন্ধু	- বন্য/সমাজ্যা
আদর	- কিরব্যা	বাণ্ডি	- বাণ্ডি/চেরাক্
দয়া	- দয়া	ভাগ	- ভাগ
ভালবাসা	- কোচ্পানা	নিয়ম	- নিয়ম
মন	- মন	রীতি	- সুদাম্
প্রাণ	- পরান	রাক্ষস	- রেঙ্কোচ
লোভ	- লুভ/লুব্	চিহ্ন	- চিন/সাগা
হিংসা	- ঈংঝা	শপথ	- শমত্
ক্ষমতা	- সেদাম	গত	- গেলে/বিদিমিয়া
শক্তি	- বল	চোর	- চুর্
সাহস	- সাঅচ্	সুযোগ	- জু
ইচ্ছা	- মন্জুক	পাগল	- পাগল

বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা
ঈশ্বর	- ইচ্ছর্	অনেক	- ভালুঙ্ক/ভালুকুন/ভালকানি
দেবতা	- ঈদবেদা	শব্দ	- ব
রোগ	- পীরা	ঝগড়া	- কোল/কোজ্যা
ঘা	- ঘা	গোল	- গুল্
ঔষধ	- দারু	সুডৌল	- দোল
তাবিজ	- তাবিত্	উৎসব	- পরব
পূজা	- পূজা	চাপটা	- চেবেদা/চাগা
ওঝা	- অঝা	মসৃণ	- বিরবিজ্যা
ধন	- ধন	খসখসে	- খচ্খচ্যা
সম্পত্তি	- সম্পত্তি	কর্কশ	- কারুকাজ্যা
মান	- মান	সরু	- খেঙেদা
জাতি	- জাত	মোটা	- পজা
বংশ	- বংশ	প্রকাভ	- অহ্মা
বিবাহ	- মেলা	ছায়া	- ছাবা

## ক্রিয়াবাচক শব্দ

বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা
অতিক্রম করা	- পারঅহ্না	খোঁজা	- তগানা
অনুমান করা	- কিয়াচ্ গরানা/ আন্দাচ্ গরানা	খোলা	- খুলানা/মেলানা
অপেক্ষা করা	- বারুচানা/বাত্চানা	গর্জন করা	- গুজুরনা
আঁকা	- আগানা	গর্ব করা	- বারুয়া অহ্না
আনা	- আনানা	গল্প করা	- গপ্‌মারানা
আলগানো	- আলগ্‌গরানা	গলানো	- গলানা
আশীর্বাদ করা	- সেপদেনা/বস্তাদেনা	গাঁথা	- গাধানা
আসা	- এযানা	গাওয়া	- গা'না



বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা
আয় করা	- কামানা/ কামেই গরানা	গিলা	- গিলানা
উত্তর দেওয়া	- জুয়াব্ দেনা/ ভাচ্ ফিরানা	গোণা	- গননা/গুনানা
উঠা	- উধানা	ঘোরা	- ঘুরানা/ভুড়ানা
উঠানো	- তুলানা	হাঁটা	- আহাদানা
উপস্থিত হওয়া	- আহজির অহনা	চালানো	- চালানা
উপড়ানো	- উবুরানা/উগুরনা	চাওয়া	- চানা
উলটানো	- উল্যানা	চিন্তা করা	- চিদা গরানা
উড়া	- উরানা	চিবানো	- চাবানা
উড়ানো	- উরেই দেনা	চিরানো	- চিরানা/ফারানা
করা	- গরানা	চিৎকার করা	- জগার পারানা / কিজাক্ কারানা
করানো	- গোরেই লনা	চুমা দেওয়া	- চুমানা
কর্জ করা	- কঙ্জ গরানা	চুয়ানো	- চুয়ানা
কমা	- কমানা	চোষা	- চুজানা
কাটা	- কাবানা	ছড়ানো	- ছিদানা
কাঁদা	- কানানা	ছড়া	- ছারানা/ইরি দেনা
কামড়ানো	- কামারানা	ছিটানো	- ছিদি দেনা
কুড়ানো	- পেদানা	ছেঁড়ানো	- ছেজেরানা
কেনা	- কিনানা	ছেঁড়া	- ছিনানা/ফাদানা
খাওয়া	- খানা	ছোঁওয়া	- ছুয়ানা
খুন করা	- খুন গরানা/ মারি ফেলানা	ছোঁড়া	- মেলানা/মেলাহ্ দেনা
খেলা করা	- খারা খনা	জন্মানো	- অহনা/জনম্ লনা
খোঁচা দেওয়া	- শুধানা/জাত্যানা	ধরা	- ধরানা
জয় করা	- জিদানা	ধাক্কা দেওয়া	- থেলা দেনা
জুলা	- জলানা	ধোওয়া	- ধনা
জানা	- কই পারানা/জানানা	নমস্কার করা	- সালাম গরানা
জিজ্ঞাসা করা	- পুঝর্ গরানা/ বিঝার গরানা	নাগাল পাওয়া	- লাগত্ পা'না
		নাচা	- নাজানা

বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা
জুড়ানো	- জুরানা	নামা	- লামানা
ঝরা	- ঝুরি পরানা/ ঝুরি যানা	নাড়ানো	- লারানা
ঝাপ দেওয়া	- ঝাম্ দেনা/ ঝাম্ মারানা	নিন্দা করা	- ফেচ্ গরানা
ঝিমানো	- ঝুরানা	নিভানো	- মারানা/মারেই ফেলানা
টাঙানো	- তাঙানা	নেওয়া	- নেযানা
টানা	- তানানা	পঁচা	- পজা
ঠগানো	- থগানা	পড়া	- পরা
ঠাট্টা করা	- থেঝেরা গরানা	পাওনা	- পানা
ডরানো	- দরানা	পালন করা	- পুখানা/পালানা
ডাকা	- দাগানা	পালানো	- খেইযানা/ধানা
ডুবা	- দুবানা	পায়খানা করা	- আহুযানা
ঢাকা	- ধাগানা	পোড়া	- পুরানা/পুরি যানা
টোঁকা	- সমানা	প্রশংসা করা	- বাইনি গরানা
তর্ক করা	- সুত্তল গরানা	প্রস্রাব করা	- মুদানা
তাড়ানো	- ধাবানা/ধাবেই দেনা	প্রেম করা	- কোচ্ পানা
তোলা	- তুলানা	ফাজলামি করা	- চলানা/বিগিধি গরানা
থাকা	- থানা/রনা	ফিরা	- ফিন্নানা
থামা	- থামানা/রহু দেনা	ফুরানো	- ফুরানা/ধুম অহুনা
দাঁড়ানো	- থিয়ানা	ফুঁ দেওয়া	- ফুন্ দেনা
দেখা	- দেঘানা	ফেলা	- ফেলানা
দেওয়া	- দেনা	ফোলা	- ফুলানা
দোলা	- ধুলানা	বকা	- অগধা কনা
দোলানো	- ধুলানা	বন্ধ করা	- বন্ গরানা/নাদানা
দৌড়ানো	- ধাবা দেনা/ ধাবা যানা	যাওয়া	- যানা
বপন করা	- লাগানা/কুজানা	রগড় করা	- বিগিধি গরানা
বলা	- কহুনা	রাখা	- রাখানা/খনা

<u>বাংলা</u>		<u>চাকমা</u>		<u>বাংলা</u>		<u>চাকমা</u>
বসা	-	বজনা		রাঁধা	-	রানানা
বহন করা	-	বুয়ানা		লাগানো	-	লাগানা/বাঝেই দেনা
বাঁকানো	-	বেঙা গরানা		লাথি মারা	-	লাথ্যানা
বাঁচা	-	বাজানা		লাফানো	-	ফাল্যানা
বাজানো	-	বাজানা		লুকানো	-	লুগানা/লুক্ দেনা/ পলানা
বাটা	-	বাদানা		লেখা	-	লেখানা
বিছানো	-	বিজানা		লেপা	-	লিবানা
বিরক্ত করা	-	দিদ্ধারি লাগানা		শপথ নেওয়া	-	শেবত্ খানা/ সমত খানা
বিস্বাস করা	-	পোত্য যানা/ বিচ্ছাস্ গরানা		স্বাস নেওয়া	-	নিঝাচ্ লনা
বিয়ে করা	-	(পুং) বৌ লনা/ মোক্ লনা (স্ত্রী গ্রহণ) নেক্ লনা		শিখানো	-	শিঘানা/ শিগেই দেনা
বুঝা	-	বুঝানো/বুঝ্ পানা		শুকানো	-	শুগানা
বুনা	-	বুনানা		শুনা	-	শুনানা
				শুরু করা	-	আরাঙ্ গরানা/ ফাং গরানা
বেচা	-	বেজানা		শেখা	-	শিঘানা
বেরুনো	-	নিঘিলানা		শেষ করা	-	খুম্ গরানা/ শেচ্ গরানা
বেড়ানো	-	বেরানা		শোধ করা	-	শুজানা
ভয় পাওয়া	-	দরানা		সরানা	-	লরানা
ভাঙ্গা	-	ভাঙানা		সহ্য করা	-	সুযানা
ভাজা করা	-	হলা গরানা		স্বপ্ন দেখা	-	সবন্ দেখানা
ভাবা	-	ভাবানা		স্বীকার করা	-	খাম্ খানা
ভাসা	-	ভাঝানা		স্মরণ করা	-	ইদোত্ তুলানা
ভিজা	-	ভিজানা		সাজানো	-	সাজানা
মরা	-	মরানা		সাঁওরানো	-	সাজুরানা
মাখা	-	শুলানা		স্নান করা	-	গাদানা

বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা
মানা	- মানানা/মান্য গরানা	সিদ্ধ করা	- সিজানা/উজানা
মাপা	- মাবানা	হওয়া	- অহনা
মারা	- মারানা	হাঁটা	- আহ্দানা
মেশা	- মিঝানা	হাঁপানো	- ফঝানা
মোছা	- মুঝানা/পুঝানা	হারানো	- আহুরানা
ইভা	- ইহা/এইটি/এ'টি	হাসা	- আহুঝানা
		ইআনা	- ইহা (এইখানি)/ এইটি ।

প্র : ইভা কি? - ইহা কি? / এইটি কি?

উ : ইভা ফুল - ইহা ফুল / এইটি ফুল ।

ইভা ইকুয়া ফুল - ইহা একটি ফুল / এইটি একটি ফুল ।

ইভা ইকুয়া দোল ফুল - ইহা একটি সুন্দর ফুল ।

ইভা ইকুয়া রাঙা ফুল - ইহা একটি লাল ফুল ।

প্র : সিভা কি? উহা (তাহা) কি? / সেটি কি?

উ : সিভা মানুষ - উহা মানুষ / সেটি মানুষ ।

সিভা ইকুয়া মানুষ - সেটি একজন মানুষ ।

সিভা ইকুয়া গম মানুষ - সেটি একটি ভাল মানুষ ।

সিভা ইকুয়া কালা ছাদি - সেটি একটি কাল ছাতা ।

প্র : ইআন কি? - ইহা কি? / এটি কি?

উ : ইআন ঘর - ইহা বাড়ি / এইটি বাড়ি ।

ইআন একান ঘর - এটি একটি বাড়ি ।

ইআন একান চিগোন ঘর - এটি একটি ছোট বাড়ি ।

প্র : সিয়ান কি? - উহা (সেইটি / তাহা) কি?

উ : সিআন আদাম - উহা গ্রাম / সেটি গ্রাম ।

সিআন একান আদাম - সেটি একটি গ্রাম ।

সিআন একান বর (দাঙর) আদাম - উহা একটি বড় গ্রাম ।

## অনুশীলনী - ২

### প্রশ্ন ও বাক্য গঠন করুন

১. 'ইভা' এবং 'সিভা' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিম্ন লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন।

মিলা (মহিলা/স্ত্রীলোক), মরত (পুরুষ/মরদ), গরু, ছাগল, ছাদি (ছাতা), কলম, কজু (কচু), আলু, বদা (ডিম), মাচ (মাছ), পেইক (পাখি), কুহরা (মোরগ), মোন (পর্বত), মুরাহ (পাহাড়), তারা (তারকা) ইত্যাদি।

২. 'ইআন' এবং 'সিআন' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিম্ন লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন।

দেচ্ (দেশ), গাঙ (নদী), ছরাহ (ছোট নদী), টেবিল, চেয়ার, কাগোচ (কাগজ), কলেজ, পথ, জুম, বাগান, ন (নৌকা) গাড়ি ইত্যাদি।

ইগুন (ইউন) - এইগুলি/এগুলি      ইআনি - এইগুলি/এগুলি  
সিগুন (সিউন) - সেইগুলি/সেগুলি      সিআনি - সেইগুলি/সেগুলি।

প্র : ইগুন কি? - এইগুলি কি?

উ : ইগুন ফুল - এইগুলি ফুল।

ইগুন রাঙা ফুল - এইগুলি লাল ফুল।

ইগুন জবা ফুল - এইগুলি জবা ফুল।

ইগুন ধুপ বদা - এইগুলি সাদা ডিম।

প্র : সিগুন কি? - সেইগুলি কি?

উ : সিগুন বই - সেগুলি বই ।

সিগুন কলম - সেইগুলি কলম ।

সিগুন কালা কলম - সেইগুলি কাল কলম ।

সিগুন গম কলম - সেইগুলি ভাল কলম ।

উগুন দোল ফুল - ঐগুলি সুন্দর ফুল ।

প্র : ইআনি কি? - এইগুলি কি?

উ : ইআনি চেয়ার - এইগুলি চেয়ার ।

ইআনি ওহুলোদ্যা চেয়ার - এইগুলি হলদে চেয়ার ।

ইআনি টেবিল - এইগুলি টেবিল ।

ইআনি কালোচ্যা টেবিল - এইগুলি কাল টেবিল ।

প্র : সিআনি কি? - সেইগুলি কি?

উ : সিআনি কাবর - সেইগুলি কাপড় ।

সিআনি রাঙা কাবর - সেইগুলি লাল কাপড় ।

সিআনি ঘর - সেইগুলি ঘর ।

সিআনি চিগোন ঘর - সেইগুলি ছোট ঘর ।

## অনুশীলনী - ৩

### প্রশ্ন ও বাক্য গঠন করুন

১. 'ইগুন' ও 'সিগুন' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিম্ন লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন।

গাচ (গাছ), বাচ্ (বাঁশ), মাচ্ (মাছ), মুলা, বেগুন, ভাত, ছাগল, কুহুরা (মোরগ), বিলেই (বিড়াল), উন্দুর (ইঁদুর), বান্দর (বানর), গুগোর (শূকর) ইত্যাদি।

২. 'ইআনি' ও 'সিআনি' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিম্ন লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন :-

শাক, পাদা (পাতা), ত্যন/তোন (তরকারি), ঘর, জুম, আদাম (গ্রাম), কাবর (কাপড়), কাগোচ্ (কাগজ), দারু (ঔষধ), চোক (চোখ), মুখ (মুখ), আহত (হাত), খেঙ (পা), ইকুল (কুল), কলেজ, অভিচ্ (অফিস) ইত্যাদি।

ইঅত/ইআনত - এইখানে। ইগুনত/ইআনিত - এইগুলিতে।

সিঅত/সিআনত - সেইখানে। সিগুনত/সিআনিত - সেইগুলিতে।

আঘে - আছে (একবচনে) আঘন - আছে (বহুবচনে)।

প্র : ইঅত কি আঘে? - এখানে কি আছে?

উ : ইঅত তোন আঘে - এখানে তরকারি আছে।

সিঅত ইকুয়া বদা আঘে - সেখানে একটি ডিম আছে।

প্র : ইগুনত কি আঘে? - এইগুলিতে কি আছে?

উ : সিগুনত (কালোঙ্কুনত) আনাচ আঘে - সেইগুলিতে (ঝুড়িগুলিতে) আনারস আছে।

উগুনত (লেইউনত) কাখোল আঘে - এইগুলিতে (লাইগুলিতে) কাঁঠাল আছে।

প্র : ইআনত (টেবিলানত) কি আঘে? - এখানে (টেবিলে) কি আছে?

উ : সিআনত (টেবিলানত) কাগোচ কলম আঘে - সেখানে (টেবিলে) কাগজ কলম আছে।

- প্র : ইআনিত (কুলানিত) কি আছে? - এইগুলিতে (কুলাগুলিতে) কি আছে?
- উ : ইআনিত (কুলানিত) ত্যনপাত/তোনপাত আছে - এইগুলিতে (কুলাগুলিতে) তরিতরকারি আছে।
- প্র : ঘরত কি আছে? - বাড়িতে কি আছে?
- উ : ঘরত মানুষ আঘন - বাড়িতে মানুষ আছে।

## অনুশীলনী - ৪

১. 'ইঅত', 'সিঅত', 'ইগুনত' ও 'সিগুনত' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিম্ন লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন।

দুলাভুয়াত (ডুলাটিতে), সিন্দুকুয়াত (সিন্দুকটিতে), খাজাভুয়াত (খাচাটিতে), কালোঙুয়াত (ঝুড়িটিতে), গুদিগুনত (কামরাগুলিতে), মুরাহউনত (পাহাড়গুলিতে), চুমাউনত (চৌকিগুলিতে), বাবুউনত (বাবু গুলিতে), ফাইলউনত (ফাইলগুলিতে) ইত্যাদি।

২. 'ইআনত', 'সিআনত', 'ইআনিত', 'সিআনিত' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিম্নলিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন।

ঢাকাত (ঢাকায়), শঅরত (শহরে), আদামত (গ্রামে), পধত (পথে), গাঙত (নদীতে), ঝারত (বনে), কাগজানিত (কাগজগুলিতে), জুমানিত (জুমগুলিতে), টেবিলানত (টেবিলগুলিতে) ইত্যাদি।

ইধু - এই স্থানে      সিধু - সেই স্থানে

কুধু - কোথায়

- প্র : ইধু কি আছে? - এখানে কি আছে?

- উ : ইধু জুম, ঝার, আদাম ইআনি আছে - এখানে জুম, বন, গ্রাম এইগুলি আছে।



প্র : তে কুধু? - সে কোথায়?

উ : তে জুমত - সে জুমে।

তে ঢাকাত - সে ঢাকায়।

তে ঢাকাত যিয়ে - সে ঢাকায় গেছে।

তে আদামত যিয়ে - সে গ্রামে গেছে।

প্র : তে কুধু যিয়ে? - সে কোথায় গেছে?

উ : তে শঅরত যিয়ে - সে শহরে গেছে।

তে কুমিলাত যিয়ে - সে কুমিল্লায় গেছে।

## অনুশীলনী - ৫

প্রশ্ন ও বাক্য গঠন করুন 'কধু' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিম্ন লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন।

রাঙামাত্যাত (রাঙামাটিতে), বান্দরবানত (বান্দরবানে), খাগড়াছড়িত (খাগড়াছড়িতে), খুলনাত (খুলনায়), সিলেদত (সিলেটে), নান্যাচরত (নানিয়ারচরে), ঘরত (ঘরে), আদামত (গ্রামে), শঅরত (শহরে) ইত্যাদি।

কো'ভুয়া - কয়টি

কুদুকুন - কতগুলি

ক'আন - কয়টি

কদক্কানি - কতগুলি

প্র : কোভুয়া - কয়টি?

উ : ইকুয়া বই - একটি বই। দিভা গরু - দুইটি গরু। তিনুয়া আহুচ - তিনটি হাঁস। চেরভুয়া বান্দর - চারটি বানর। পাছুয়া কুগুর - পাঁচটি কুকুর।

প্র : কুদুকুন গরু?

উ : ভালোকুন গরু - অনেকগুলি গরু। একশখুয়া গরু - একশতটি গরু।

প্র : ক'আন? কয়টি?

উ : একান চেয়ার (একটি চেয়ার), দিআন ঘর (দুইটি ঘর), তিনান টেবিল (তিনটি টেবিল), চেরান আদাম (চারটি গ্রাম), পাচ্ছান বিজোন (পাঁচটি পাখা)।

প্র : ইঅত কোভুয়া বই আঘে? - এখানে কটি বই আছে?

উ : ইঅত ছ'ভুয়া বই আঘে? - এখানে ছয়টি বই আছে।

সিঅত সাখুয়া কলম আঘে - সেখানে সাতটি কলম আছে।

প্র : ইআনত ক'আন কাগোচ্ আঘে? - এখানে কয়টি কাগজ আছে?

উ : সিআনত (টেবিলানত) ছ'আন কাগোচ্ আঘে - সেখানে (টেবিলে) ছয়টি কাগজ আছে।

ঘরানত সাখান দুয়ার আঘে - বাড়িটিতে সাতটি দরজা আছে।

## অনুশীলনী - ৬

### প্রশ্ন ও বাক্য গঠন করুন

১. 'কোভুয়া' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিম্ন লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন।

মানুচ্ (মানুষ), পুআ (ছেলে), মিলা (মেয়ে), সিলুম (জামা), তেঙা (টাকা), টোক্যা (টুপি), কাল্লোঙ (ঝুড়ি), ঝালা (খলি), গলচ্ (গ্লাস), কজু (কচু), ফল (শসা), মাংসারা (মারফা) ইত্যাদি।

২. 'ক'আন' দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিম্নলিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন :-

পাদা (পাতা), লুদি (লতা), কাবর (কাপড়), দেশ্ (দেশ), গাঙ (নদী), হুরাহ্ (ছোট নদী), জুম, আদাম (গ্রাম), ঝার (জঙ্গল) ইত্যাদি।

চাকমা	বাংলা	চাকমা	বাংলা	চাকমা	বাংলা
মুই	- আমি	মুরাহ্	- আমার	কন্লাহ্	- কে
তুই	- তুমি	তর	- তোমার	কার	- কাহার/কার
তে	- সে	তারার	- তাদের		

- প্র : সিভা কন্নাহ্? - সে কে?
- উ : তারাহ্ করিম - সাব্দাঘি - উনি করিম সাহেব ।  
তে জসীম - সে জসীম ।
- প্র : ইভা কন্নাহ্? - এ'কে?
- উ : তে জুনান চাঙমা - সে জুনান চাকমা ।
- প্র : এ' বইভুয়া কার? - এই বইটি কার?  
ইভা কা' বই? - এ'টি কার বই?
- উ : সে' বইভুয়া মর - সেই বইটি আমার ।  
এ' কলমুয়া তর - এই কলমটি তোমার ।  
উ' ছাদিভুয়া তার - ঐ ছাটাটি তার ।
- উ : সিভা ম' বই - সে'টি আমার বই ।  
ইভা ত' কলম - এ'টি তোমার কলম ।  
উভা তা' ছাদি - ঐটি তার ছাটা ।
- প্র : এ' ফাইলুন কা'র? - এই ফাইলগুলি কার?  
ইগুন কা' ফাইল - এগুলি কাদের ফাইল?  
সে' ফাইলুন আমার - সেই ফাইলগুলি আমাদের ।  
উ কাগচ্ছানি তমার - ঐ কাগজগুলি তোমাদের ।  
সে' চেয়ারানি তারার - সে চেয়ারগুলি তাদের ।
- উ : সিগুন আমা' ফাইল - সেইগুলি আমাদের ফাইল ।  
উআনি তমা' কাগোচ্ - ঐগুলি তোমাদের কাগজ ।  
সিআনি তারা' চেয়ার - সেইগুলি তাদের চেয়ার ।

বিঃদ্রঃ বাক্যের শেষে মর (আমার), তর (তোমার), তার (তাহার), আমার (আমাদের), তমার (তোমাদের), তারার (তাহাদের/তাদের), কার (কাহার/কার), শব্দগুলিতে 'র' এর উচ্চারণ শুনা গেলে বাক্যের মধ্যে 'র' -এর উচ্চারণ শুনা যায় না । যথা- পূর্বোক্ত শব্দগুলি বাক্যের মধ্যে 'ম', 'ত', 'তা', 'আমা', 'তমা', 'তারাহ্', 'কা' হিসেবে উচ্চারিত হয় ।

## অনুশীলনী - ৭

‘কন্নাহ’, ‘কার’ শব্দগুলি দিয়ে প্রশ্নবোধক বাক্য প্রস্তুত করুন।

রাঙাচান, সন্দবি, মমিন, সুলতান, শাহীন, বাভা (বাবা), মা, ভেই (ভাই),  
ভোন, কাক্কা (কাকা), মামু (মামা), মর, তর, আমার, আজু (নানা), নানু  
(নানী), শোর (শ্বশুর), শোরি (শাশুড়ী) ইত্যাদি।

- ল - লও। ক’ভুয়া (কোনুভুয়া) - কোনটি? কু’গুন (কোনুগুন) - কোনগুলি?  
দে - দাও। কু’আন (কোনুআন) - কোনটি? কু’আনি (কোনুআনি) - কোনগুলি?  
খ - রাখো (কোনখানি)

প্র : কু’ভুয়া তর? - কোনটি তোমার?  
ইভা মর - এটি আমার।

উ : ইভা ল - এটি লও।  
সিভা দে - সেটি দাও।  
সিভা মে দে - সেটি আমাকে দাও।

প্র : কু’আন - কোনটি

উ : ইআন খ - এইটি/এটি রাখ।  
ইআন মর - এটি আমার।  
সিআন দে - সেইটি/সেটি দাও।  
সিআন তর - সেইটি তোমার।  
সিআন তারে দে - সেইটি তাকে দাও।  
উআন মে দে - এটি আমাকে দাও।  
উআন তারারে দে - ঐগুলি ওনাকে/তাদেরকে দাও।

প্র : কুণ্ডন? - কোনগুলি?

উ : সিগুন - সেইগুলি/সেগুলি।

সিগুন ল - সেইগুলি/সেগুলি লও।

ইগুন থ - এইগুলি/এগুলি রাখো।

উগুন তারে দে - ঐগুলি তাকে দাও।

প্র : কু'আনি তার? কোনগুলি তার?

ইআনি মর - এইগুলি আমার।

সিআনি তমার - সেইগুলি/সেগুলি তোমাদের।

সিআনি আমা' জুম - সেইগুলি আমাদের জুম।

উআনি তারা' ঘর - ঐগুলি তাদের বাড়ি।

## অনুশীলনী - ৮

### প্রশ্ন ও বাক্য গঠন করুন

কু'ভুয়া, কু'আন, কু'গুন, কু'আনি দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করুন এবং নিম্নলিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন।

মে, পাচ, তেঙা, বইভুয়া (বইটি), খাতাভুয়া (খাতাটি), তারে, কাগজ্জান (কাগজটি/কাগজখানা),

ঘরান (ঘরটি), জাগাগান (জায়গাটি), দেল (ডাল), ভাত, পানি, তান/তোন (তরকারি) ইত্যাদি।

ইন্দি - এই দিকে। এ'মুখ্যা - এই মুখী (এই দিকে)। খা - খাও  
সিন্দি - সেই দিকে। সে' মুখ্যা - সেই মুখী (সেই দিকে)। যা - যাও  
কুন্দি - কোন দিকে। কোন মুখ্যা - কোন মুখী (কোন দিকে)। আয় - এসো।

প্র : কুন্দি? - কোন দিকে?

উ : ইন্দি আয় - এই দিকে এসো ।

সিন্দি যা - সেই দিকে যাও ।

কলেজন্দি আয় - কলেজ হ'য়ে এসো ।

বাজারন্দি যা - বাজার হ'য়ে যাও ।

প্র : কু'ভুয়া? - কোনটি?

উ : ইভা খা - এইটি খাও ।

এ কলাভুয়া খা - এই কলাটি খাও ।

সে আম্রুয়া দে - সেই আমটি দাও ।

উ ভাতুন খা - ঐ ভাত (গুলি) খাও ।

প্র : কোন মুখ্যা? - কোন মুখী?

উ : এ মুখ্যা আয় - এই মুখী (এই দিকে) এসো ।

উ মুখ্যা যা - ঐ মুখী (ঐ দিকে) যাও ।

সে মুখ্যাথুন আয় - ঐ দিক থেকে এসো ।

## অনুশীলনী - ৯

‘কুন্দি’ শব্দ দিয়ে প্রশ্নবোধক বাক্য প্রস্তুত করুন এবং নিম্নলিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করুন :-

ঢাকাত, বনরূপাত, চাদিগাঙত, ভাত, ত্যন/তোন (তরকারি), আনাচ্ (আনারস), কাথোল (কাঁঠাল), ইন্দি, উন্দি (ঐ দিকে) ইত্যাদি।

### কথোপকথন

#### অভ্যর্থনা / পরিচয় পর্ব

নমস্কার/আদাব - নমচ্কার/বুহু।

আপনি কেমন আছেন? - তুমি কেমন আছ?

আমি ভাল আছি - মুই গম্ আছং।

আপনি কি করেন? - তুমি কি কর?

আমি চাষ/চাকরি করি - মুই চাজ্ / চাগরী করং।

আপনাকে চিন্তে পারলাম না - তমারে চিনি ন পাল্লুং।

আপনার নাম কি/ আপনার নামটি কি - তমা' নাঙ্ কি?/তমা নাঙ্আন কি?

আমার নাম সুলতানা/আমার নামটা সনাবি - ম' নাঙ্ সুলতান/ম' নাঙ্আন সনাবি।

আপনি কোথেকে এসেছেন? - তুমি কুত্বন্ এচ্ছ্য?

আমি চট্টগ্রাম থেকে এসেছি - মুই শঅরখুন এচ্ছ্যং/মুই চাদিগাঙাখুন এচ্ছ্যং।

কি কাজে এসেছেন? - কি কামে এচ্ছ্য?

বেড়াতে এসেছি - বেড়েবাঙেই এচ্ছ্যং।

শুনে খুশি হলাম - শুনিয়ায় খুঝি অহলুং।

আসুন, ভিতরে আসুন, বসুন - এঝ, ভিদিরে এঝ, বঝ।

আপনাকে ধন্যবাদ - তমারে ধন্যবাদ/তমারে পাত্তুরুতুরু।

আপনাকেও ধন্যবাদ - তমারেয়া ধন্যবাদ ।  
 আপনার বাড়ি কোথায়? - তমা' ঘর কুধু?  
 আমার বাড়ি ঢাকায় - ম' ঘর ঢাকাত্ ।  
 এখানে কবে এসেছেন? - ইধু কমলে এল্য?  
 আমি গতকাল এসেছি - মুই গেল্লেকেল্যা এল্যং ।  
 এখানে কতদিন থাকবেন? - ইধু কয়দিন থেবা?  
 দুই একদিন থাকবো - দি এক দিন থেম্ ।  
 এক কাপ চা খান - এক কাপ চা খ ।  
 ধন্যবাদ, এই মাত্র খেয়েছি - ধন্যবাদ, ইক্কুনু খেয়ংগে ।  
 আপনি ভাত খেয়েছেন নাকি? - তুমি ভাত খেইয়নি?  
 না, খাইনি/হ্যা, খেয়েছি - না, নহু খাং/ই খেইয়ং ।  
 আমি এখন আসি/আবার আসবো - মুই এক্কুনু এয়ং/আর' এম্ ।  
 আর একটু বসুন - আর এক্কানা বঝ ।  
 কোথায় যাবেন? - কুধু যেবা?  
 আমি গ্রামে যাব । - মুই আদামত্ যেম্ ।  
 আপনি কখন এখানে এসেছেন? - তুমি ইধু কক্খে এল্য?  
 এখানে গতকাল এসেছি - ইধু গেল্লেকেল্যা এল্যং ।  
 আপনি করিম সাহেবকে চেনেন নাকি? - তুমি করিম সাবরে চিননি?  
 হ্যা, উনাকে আমি চিনি । - ই, তারে মুই চিনং ।  
 . তিনি কোথায় থাকেন? - তারাহু কুধু থান?  
 তিনি দিঘীনালাতে থাকেন? - তারাহু দিঘীনালাত্ থান?  
 দিঘীনালা এখান থেকে কত দূর? - দিঘীনালা ইখুনু কোদুর?  
 দশ মাইল - দচ্ মেল ।  
 সেখানে কিভাবে যেতে হয়? - সিধু কিভিরি যা' যায়? / যা পরে?  
 নৌকা অথবা জীপে করে যেতে হয় - ন-দি, নলেহু জীবত্গুরি যা পরে ।  
 আপনি কখন বাড়ি যাবেন? তুমি কক্খে ঘরত্ যেবা?  
 আমি আগামীকাল বাড়ি যাবো - মুই এয়েখে কেল্যা ঘরত্ যেম্ ।  
 আমার বাড়িতে বেড়াতে আসবেন - ম' ঘরত্ বেরা এল্য ।  
 ধন্যবাদ - ধন্যবাদ ।



আপনি তামাক সেবন করেন? - তুমি ধূন্দা খ-নি?  
 আমি ধূম পান করি না - মুই ধূন্দা ন খাং।  
 আমার একটু অন্য কাজ আছে - মখুন এক্কেনা অন্য কাম আছে।  
 আর দেখা হবে - আর' দেঘা অহব।  
 আচ্ছা, তাহলে আসি - আচ্ছা সাহলে এযং।  
 আপনি কি এ গ্রামে থাকেন? - তুমি কি এ আদামত্ থাগ'?  
 হ্যা, আমি এ গ্রামে থাকি - ই, মুই এ আদামত্ থাং।  
 আপনি কোথেকে আসতেছেন? - তুমি কুখুন এযর?  
 আমি শহর থেকে আসছি - মুই শ'রখুন এযঙর।  
 কি কাজে এসেছেন? - কি কামে এচ্ছা?  
 কোথায় থাকবেন? - কুধু থেবা?  
 আমি হোটেল থাকবো - মুই হোটেলত্ থেম্।  
 এখান থেকে বাজার কত দূর? - ইখুন বাজার কোদূর?  
 বেশি দূরে নয়, কাছে - বেছ দূরত্ নয়, কায়।  
 কিছু দূর গেলে বাজারে পৌছবেন - এক্কেনা গেলে বাজারত লুডিবা।

## ভদ্রলোকের কথোপকথন বা ব্যক্তিগত আলাপ

কেমন আছেন? - কেঝান আঘ?  
 ভাল আছি - গম আঘং।  
 এখানে কবে এলেন? - ইধু কমলে এলা?  
 এই মাত্র এলাম - ইক্কুনু এলুং।  
 কি কাজে এসেছেন? - কি কামে এচ্ছা?  
 আমার ব্যক্তিগত কাজের জন্য এসেছি - ম' নিজ্ কামতায় এচ্ছাং।  
 এখানে কি কিছু দিন থাকবেন? - ইধু দিনান্ কধক্ থেবানি?  
 না থাকবো না, আগামীকাল চলে যাবো - না, ন থেম,। এযেখে কেল্যা যেমবোই।

এককাপ চা খাবেন? - এক কাপ চা খেবানি?

হ্যাঁ, খেতে পারি - ই, খেই পারং।

আপনি আজকে কোথায় থাকবেন? - তুমি এচ্যা কধু থেবা?

করিম সাহেবের বাসায় থাকবো - করিম সাবঅ ঘরত্ থেম্।

মিঃ করিম কে? - মিঃ করিম কন্নাহ?

তিনি আমার বন্ধু - তে ম' সমার্জ্যা।

তিনি কি করেন? - তারাহ্ কি (কাম) গরন?

চট্টগ্রামে ব্যবসা করেন - চাদিগাঙত কারবার গরন।

আমার বাড়িতে বেড়াতে আসেন না - আমা ঘরত্ বেরা এঙ্খনা।

আমার একটু কাজ আছে, আগামীকাল আসবো - মখুন এক্কানা কাম আঘে, এযেখে  
কেল্যা এ'ম।

আপনি ওখানে কি (কাজ) করেন? - তুমি সিধু কি (কাম) গর?

আমি সেখানে (চাকরি/ব্যবসা) করি - মুই সিধু (চাগরি/কারবার) গরং।

আপনার বাড়ি সেখানে নাকি? - তমা' ঘর কি সিধু নেনা?

না, আমার বাড়ি রাঙ্গামাটিতে - না, ম' ঘর রাঙামাত্যাৎ।

রাঙ্গামাটিতে কোন জায়গায়/কোন খানে? - রাঙামাত্যা কন্জাগাত/কু'আনত?

বনরূপাতেই আমার বাড়ি - বনরূপাত ম' ঘর।

আপনারা কয় ভাই বোন? - তুমি কয় ভেই ভোন?

আমরা পাঁচ ভাই দুই বোন - আমি পাচ ভেই দি ভোন।

আপনি কি সকলের কি বড়? - তুমি কি বেকুনর্ দাঙব্বো?

না, আমি সবার ছোট - না, মুই বেঘঅ চিগোন্নো।

আবার আপনার সাথে কবে দেখা হবে? - তমাল্লোই আরঅ কমলে দেখা অহব?

আগামীকাল দেখা হবে বলে আশা করছি - এযেখে কেল্যা দেখা অহব-ভিলি  
আঝা গরং।

## কেনাকাটা

এই বইটার দাম কত? - এই বইভুয়ার দাম কথক্?

পনর টাকা - পন্দরঅ তেঙা ।

খুব বেশি দাম হচ্ছে - ভারি বেচ্ দাম অহর ।

একটু কম করেন - এক্কেনা কম'না ।

আপনি কত বলেন? - তুমি কথক্ কহ?

আমি দশ টাকা দেব - মুই দচ্ তেঙা দিম ।

বার টাকা হলে নিতে পারেন - বার তেঙা অহলে নি পার ।

চাউলের দাম কত? - চোলো দাম কথক্?

ত্রিশ টাকা কেজি - তিরিশ তেঙা কেজি ।

আমাকে বিশ কেজি মেপে দেন - মরে (মে) কুরি কেজি মাবি দ্য ।

কত দাম হয়েছে? - কথক্ দাম অইয়ে?

তিনশত টাকা হয়েছে - তিনশদ তেঙা ওইয়ে ।

ঐ কাপড়টা একটু দেখান তো - উ কাবরান্ এক্কেনা দেখদেই/দেঘদে ।

এই যে দেখুন - এইয়া চ ।

একগজ কাপড়ের দাম কত দিতে হবে? - এক গজ কাবরঅ দাম কথক্ দ্যা পরিবো?

কমের মধ্যে দশ টাকা পড়বে - কমেদি দচ্ তেঙা পরিবো ।

আমি একটা গরু কিনবো - মুই ইকুয়া গরু কিনিম্ ।

একটা গরুর দাম কত হবে? - ইকুয়া গরুর দাম কথক্ অহ?

দশ হাজার টাকার কমে পাওয়া যাবে না - দচ্ হাজার তেঙার কমে পা ন য়েব ।

আমাকে অল্প দামের একটা কলম দেখান - মে ইকুয়া কম দামর কলম দেঘ ।

এই কলমটা সব চাইতে দাম কম - এই কলমুয়ার দাম বেঘখুন কম ।

এইটা আমার পছন্দ হয়েছে - ইভা মর মনত্ পজ্যে ।

এক জোড়া হাতে চুড়ির দাম কত? - এক জরা আহুদ' বাঙরির্ দাম কথক্?

আনুমানিক একশত টাকা - আন্দাচ্ একশত তেঙা ।

আপনি সেখানে গেলে জানতে পারবেন - তুমি সিধু গেলে কই পারিবা ।  
আমি এক জোড়া কানের দুল কিনতে চাই - মুই এক জরা কান' দুল কিন্দুং চাং ।  
দাম কত? - দাম কধক?  
দাম বেশি নয়, মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা - দাম বেচ্ নয়, বানাহ্ পাচ্চলিচ তেঙা ।  
আমাকে এই জোড়াটা দেন - মে এ জরাবুয়া দ্য ।  
আপনি বসুন, আমি প্যাকিং করে দিচ্ছি - তুমি বঝ, মুই মজা গুরি দ্যাঙর ।  
আচ্ছা আসি - আচ্ছা এযং ।

## পথঘাট যাতায়াত সংক্রান্ত আলোচনা

আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? - তুমি কুধু যর্?  
আমি ঢাকা যাচ্ছি - মুই ঢাকাত যাঙর ।  
ঢাকা যেতে হলে কিভাবে যেতে হয়? - ঢাকাত যেদ চেলে কিঙিরি যা পরে?  
বাসেও যেতে পারেন, রেলেও যেতে পারেন - বাঝত গুরিয়া যে পার, রেলত্  
গুরিয়া যেই পার ।  
রাস্তাঘাট থেকে ঢাকা কতদূর? - রাঙামাতিয়াখুন ঢাকা কোন্দূর?  
আড়াইশত মাইল হবে - আরিই শদ মেল অহব ।  
এই রাস্তা কোথায় গেছে? - এ পখান্ কুধু যিয়ে?  
এই রাস্তা বাজার পর্যন্ত গেছে - এ পখান্ বাজারত সং যিয়ে ।  
এদিক দিয়ে কি নদীতে যাওয়া যায়? - ইন্দি গাঙত্ যেই পারেনি?  
না, অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হবে - ইঁহিক, জুদ পখেদি যা পরিব ।  
রাস্তাঘাট থেকে চট্টগ্রামের বাস ভাড়া কত? - রাঙামাতিয়াখুন চাদিগাঙ(অ)  
বাচ্ ভাড়া কধক?

রাস্তামাটি থেকে বান্দরবান যেতে কত সময় লাগে? - রাস্তামাত্যাখুন বান্দরবান যাদে  
কদকখন লাগে?

প্রায় চার ঘন্টা লাগে - চের্ ঘন্দা কায় কায় লাগে ।

এই বাসটি কোথায় যাবে? - এ বাচ্ছান্ কুধু য়েব?

এটা মহালছড়ি যাবে - ইয়্যান মাহ্‌লছরি য়েব ।

প্রথম বাসটি ক'টায় ছাড়ে? - পোইল্যা বাচ্ছান্ কোবো বাজে ছারে?

ক'টায় বান্দরবান পৌছবে? - কোভুয়া বাজে বান্দরবান লুঙিব ।

বারটায় পৌছবে - বারভুয়া বাজে লুঙিব ।

রাস্তামাটি থেকে মারিশ্যা কি দিয়ে যেতে হয়? - রাস্তামাত্যাখুন মারিছ্যা কি  
লোই যা পরে?

লঞ্চ দিয়ে - লঞ্চটোই ।

পৌছাতে কতক্ষণ লাগে? - লুঙদে কদকখন লাগে?

আট ঘন্টায় পৌছায় - আত্য ঘন্টায় লুঙেগোই ।

কয়টা লঞ্চ চলে? - ক'আন লঞ্চ চলে?

দু'টা করে মোট চারটা লঞ্চ চলে - দিয়ান দিয়ান গুরি অবাঙে চেরান লঞ্চ চলে ।

## টেলিফোনে কথাবার্তা

আপনার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি কি? - তমা' ফোনান লারি পারিমনি?

হ্যাঁ, করুন - ইঁ, পারিবা।

আপনি কে বলছেন? - তুমি কন্নাহু কহুর?

আমি কামাল বলছি, রবীন সাহেব আছেন? - মুই কামাল কঙখে, রবীন

সাব আঘেনি?

এই যে দিচ্ছি, ধরুন - এইয়া দ্যঙর, ধোজ্যা।

আমি রবীন, কথা বলছি - মুই রবীন, কথা কঙর।

আমি কামাল, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে - মুই কামাল, তমালোই-মর

কিছু কথা আছে।

আপনার কখন সময় হবে? - তমার কক্খে সময় অহব?

বিকেলের দিকে আসুন না, তখন আমি অফিসেই থাকবো - বেল্যা মাদান এঙ্খনা,

সেক্খে মুই অভিঝাত থেম।

আপনি কাকে চান? - তুমি কারে চহ?

আমি কামালকেই চাই। একটু ডেকে দিন না - মুই কামালরে চাংগে। এক্কেনা

দাগি দ্যনা।

তিনি তো এখানে নেই - তারা দ ইধু নেই।

আমি কি রবের সাথে কথা বলতে পারি? - রবঅ সমারে মুই কথা কোই পারিমনি।

আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? - ম' কধানি শুনল্লে?

হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে - ইঁ শুনা যার।

## চাকমা ব্যাকরণ

চাকমা লেখক এবং চাকমা ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বড় সমস্যা হলো, বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষার লিখন পদ্ধতি। একটি ভাষাকে অন্য একটি ভাষার বর্ণমালায় প্রকাশের ব্যাপারে যথেষ্ট অসুবিধা এবং জটিলতা দুইই রয়েছে। ভবিষ্যতে এই অসুবিধা হয়তো কিছুটা হলেও দূরীভূত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমানে চাকমা ভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপারে যে সমস্ত অসুবিধা ও অভাব রয়েছে তার মধ্যে একটি অসুবিধা হলো চাকমা ব্যাকরণের অভাব। এ পর্যন্ত এখানে কেউ চাকমা ভাষায় কোন ব্যাকরণ রচনা করেননি। ফলে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়। ভবিষ্যতে একটি পরিপূর্ণ মানসম্পন্ন চাকমা ব্যাকরণ রচিত হবে এই আশা রেখে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে এই বইয়ে চাকমাদের ব্যাকরণ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা গেল।

## পদ প্রকরণ

চাকমাতে বাংলার মত পদের সংখ্যা মোটামুটি পাঁচ। এগুলি হলো বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া। নিম্নে এ বিষয়ে কতিপয় উদাহরণ দেওয়া গেল -

- বিশেষ্য : গাছ (গাছ), মানুষ (মানুষ), মিলা (মেয়ে), কুরাহ (মোরগ),  
মুরো/মুরাহ (পাহাড়), ছরাহ (ছোট নদী) ইত্যাদি।
- বিশেষণ : ধূপ (সাদা), এহল (হলুদাভ সবুজ রঙ), চিগোন (ছোট), তিদে  
(তেতো), ভান্যা/বজং (খারাপ) ইত্যাদি।
- সর্বনাম : মুই (আমি, তার (তাহার), আমি (আমার), আমার (আমাদের),  
ইভা (ইহা), উআন (এখানা), ইগুন (এইগুলি) ইত্যাদি।
- অব্যয় : যদি (যদি), মাস্তর (কিন্তু), সালে (তাহলে), এঝান (এমন)  
ইত্যাদি।
- ক্রিয়া : কহনা (বলা), লনা (লওয়া), যানা (যাওয়া), গরানা (করা), ধরনা  
(পড়া), ন্যানা (নেওয়া), কোলুং (বলেছি), খেইয়ং (খেলাম),  
কোম (বলবো), থোম (রাখবো), লোম (নেবো/লইবো)  
ইত্যাদি।

## পদাশ্রিত নির্দেশক

চাকমাতে পদাশ্রিত নির্দেশক হিসেবে বাংলা টি/টা ইত্যাদির স্থলে উয়া/ভুয়া এবং খান/খানি ইত্যাদির স্থলে আন/ঘান, আর গুলি/গুলা ইত্যাদির স্থলে উন/গুন, আনি/গানি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল -

ক. চাকমাতে প্রাণীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে স্বরবর্ণ অন্ত্য শব্দের শেষে সব সময় 'ভুয়া' যুক্ত হয়।

যথা -

মিলা + ভুয়া = মিলাভুয়া (মেয়েটি)

কুরো + ভুয়া = কুরোভুয়া (মোরগটি)

ছাদি + ভুয়া = ছাদিভুয়া (ছাতাটি)

খ. চাকমাতে প্রাণীবাচক ব্যঞ্জন অন্ত্য শব্দের শেষে সব সময় 'উয়া' যুক্ত হয়। যথা -

মানুচ + উয়া = মানুচুয়া (মানুষটি)

গাচ + উয়া = গাচুয়া (গাছটি)

মাচ + উয়া = মাচুয়া (মাছটি)

গ. চাকমাতে প্রাণীবাচক শব্দের অন্ত্যে ব্যঞ্জন বর্ণ হিসেবে 'র' থাকলে তৎক্ষেত্রেই কেবল 'উয়া' এর পরিবর্তে 'ভুয়া' যুক্ত হয়।

যথা -

দুর + ভুয়া = দুরভুয়া (কাছিমটি)

কুগুর + ভুয়া = কুগুরভুয়া (কুকুরটি)

মুরাহ + ভুয়া = মুরাহুভুয়া (পাহাড়টি)

বি. দ্র. :- প্রাণীবাচক শব্দের শেষে বাংলায় সব সময় যেমন- টি/টা যুক্ত হয় তেমনি চাকমাতেও ঐ সব ক্ষেত্রে উয়া/গান যুক্ত হয়।

ঘ. বাংলার খান /খানা/খানি ইত্যাদির স্থলে চাকমাতে আন/গান যুক্ত হয়।

চেয়ার + আন = চেয়ারান (চেয়ারখানা)

টেবিল + আন = টেবিলান (টেবিলখানি)

ঘর + আন = ঘরান (ঘরখানি)

ঙ. স্বরবর্ণ অন্ত্যে শব্দের শেষে বাংলার খানা/খানি ইত্যাদির স্থলে চাকমাতে 'ঘান' যুক্ত হয়। যথা-

কুলা + ঘান = কুলাঘান (কুলাখানা)

পাদা + ঘান = পাদাঘান (পাতাখানি)

লুদি + ঘান = লুদিঘান (লতাখানা) ইত্যাদি।



চ. বাংলার গুলি/গুলা ইত্যাদির স্থলে চাকমাতে গুন/উন এবং আনি/ঘানি যুক্ত হয়। যথা-

মিলা + গুন = মিলাগুন (মেয়েগুলি)

মানুচ + উন = মানুছুন (মানুষগুলি)

ঘর + আনি = ঘরানি (ঘরগুলি)

চেয়ার + আনি = চেয়ারানি (চেয়ারগুলি)

লুদি + গানি = লুদিগানি (লতাগুলি)

খারু + গানি = খারুগানি (চুড়িগুলি) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, চাকমাতে স্বরান্ত শব্দের শেষে গান, গানি ইত্যাদি যুক্ত করা হয়।

## বচন

বচন : চাকমাতে বাংলার মত বচনের সংখ্যা দুই, অর্থাৎ একবচন ও বহুবচন। সচরাচর বাংলায় গুলি/গুলা, রা, এরা, গণ, সকল ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে বহুবচন গঠিত হয়। আর চাকমাতে তৎক্ষেত্রে উন, গুন, দাঘি, লক, আনি, গানি ইত্যাদি প্রত্যয়াদি যোগে বহুবচন গঠিত হয়। যথা-

ক. চাকমাতে প্রাণীবাচক শব্দের বেলায় ও কোন কোন ক্ষেত্রে বহুবচনে স্বরবর্ণ অন্ত্য বিশেষ্য পদের শেষে 'গুন' যুক্ত হয়। যথা-

### একবচন

পুয়া (ছেলে)

মুরাহ্ (পাহাড়)

গুরা (বাচ্চা)

### বহু বচন

পুয়াগুন (ছেলেরা)

মুরাহ্গুন (পাহাড়গুলি)

গুরাগুন (বাচ্চাগুলি)

খ. চাকমাতে প্রাণীবাচক শব্দের বেলায় ও কোন কোন ক্ষেত্রে বহুবচনে ব্যঞ্জন অন্ত্য বিশেষ্য পদের শেষে 'উন' যুক্ত হয়। যথা-

### একবচন

মাচ (মাছ)

মানুচ (মানুষ)

ছাগল (ছাগল)

পাথর (পাথর)

ফুল (ফুল)

### বহু বচন

মাছুন (মাছগুলি)

মানুছুন (মানুষগুলি)

ছাগলুন (ছাগলগুলি)

পাথরুন (পাথরগুলি)

ফুলুন (ফুলগুলি)

গ. দেশ, স্থান, লতা, পাতা, কাগজ, পাখা, রশি ইত্যাদি জাতীয় শব্দের শেষে চাকমাতে বহুবচনে সব সময় আনি/ঘানি প্রত্যয়াদি বিশেষ্য পদের শেষে বসে। যথা -

<u>একবচন</u>	<u>বহু বচন</u>
দেচ (দেশ)	দেচ্ছানি (দেশগুলি)
জুম (জুম)	জুমানি (জুমগুলি)
পাদা (পাতা)	পাদাগানি (পাতাগুলি)
লুদি (লতা)	লুদিগানি (লতাগুলি) ইত্যাদি।
দরি (দড়ি)	দরিআনি (দড়িগুলি)

ঘ. যুবক, মহিলা, বালক ইত্যাদির 'দল' বুঝাইলে চাকমাতে বহুবচনে বিশেষ্য পদের শেষে 'লক' যুক্ত হয়। যথা -

<u>একবচন</u>	<u>বহু বচন</u>
গাভুর (যুবক)	গাভুরলক (যুবকদল)
মিলা (মেয়ে)	মিলালক (মেয়ের দল)
গুরা (বালক)	গুরালক (বালক সকল)
বাপ-ভেই (বাপ-ভাই)	বাপ-ভেই সগল লক (বাপ-ভাই সকল লোক)
মা-ভোন (মা-বোন)	মা-ভোন লক (মা-বোন সকল)

ঙ. চাকমাতে সম্মানার্থে এবং বহুবচনে বিশেষ্য পদের শেষে 'দাঘি' যুক্ত হয়। যথা -

<u>একবচন</u>	<u>বহু বচন</u>
বাবু	বাবুদাঘি (বাবু-সকল)
শোর (শ্বশুর)	শোরদাঘি (শ্বশুর সকল, আপন শ্বশুর সম্পর্কে কোন কথা বলার সময় উচ্চারণের রীতি।)
জামেই (জামাই)	জামেইদাঘি (জামাই সকল। সম্মানার্থে ও সম্বন্ধার্থে ব্যবহৃত হয়।)

## লিঙ্গ

চাকমাতে বাংলার মত লিঙ্গের সংখ্যা চার। এগুলি হলো - পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ এবং উভয়লিঙ্গ। যথা -

**পুংলিঙ্গ :** বাপ, ভেই (ভাই), পুয়া (পুত্র), তালই (ভাইয়ের স্বশুর), লবয় (ভায়রা)।

**স্ত্রীলিঙ্গ :** মা, ভোন (বোন), ঝি (কন্যা), শালী, শোরি (শাশুড়ি) ইত্যাদি।

**ক্লীবলিঙ্গ :** গাচ (গাছ), বাচ (বাঁশ), ঘর, চেয়ার, খবং (পাগড়ি), কাবর (কাপড়) ইত্যাদি।

**উভয়লিঙ্গ :** নাদিন (নাতি/নাতনি), সমার্জ্যা (সঙ্গী), চিগোনগুরা (ছোট শিশু), গর্বা (মেহমান), পুচছোনী (পরিবেশনকারী/ পরিবেশনকারিনী), পেইক (পাখি) ইত্যাদি।

**লিঙ্গান্তর :** চাকমাতে পুংলিঙ্গ বাচক শব্দগুলিকে কতিপয় প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দে রূপান্তর করা যায়। নিম্নে এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া গেল -

### (১) সাধারণ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ :

#### পুংলিঙ্গ

নেক (স্বামী)

জামেই (জামাই)

আজু (নানা/দাদু)

দাদাহ্ (দাদা)

পিঝা (পিসা মশাই)

মইঝ্যা (মেশো মশাই)

মামু (মামা)

#### স্ত্রীলিঙ্গ

মোক (স্ত্রী)

বো (বউ)

নানু (নানি/দাদি)

ভুজি (বৌদি)

পিঝেই (পিসি)

মুঝি (মাসি)

মামি।

(২) ‘আ’ যোগে পুংলিঙ্গ এবং ‘ই’ যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

<u>পুংলিঙ্গ</u>	<u>স্ত্রীলিঙ্গ</u>
ভুলা (বোকা ছেলে)	ভুলি (বোকা মেয়ে)
রানা (বিপত্নীক)	রানি (বিধবা)
ববা (বোবা ছেলে)	বুবি (বোবা মেয়ে)
কালাহু (বধির ছেলে)	কাহুলিহু (বধির মেয়ে)
কানাহু (কানা ছেলে)	কানিহু (কানা মেয়ে)

(৩) ‘য়া’ যোগে পুংলিঙ্গ এবং ‘নি’ যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

<u>পুংলিঙ্গ</u>	<u>স্ত্রীলিঙ্গ</u>
সাপ্যা (সাহেব)	সাবোনি (মেম)
ধোপ্যা (ধোপা)	ধোবোনি (ধোপার স্ত্রী)
চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যানি (চেয়ারম্যানের স্ত্রী)
জাল্যা (জেলে)	জাল্যানি (জেলের স্ত্রী)

বি. দ্র. :- চাকমাতে সম্বোধনেও পুরুষদের নামের শেষে অনেক সময় ‘য়া’ যুক্ত হয়।

(৪) ‘ধন’ / ‘চান’ যোগে নাম বাচক পুংলিঙ্গ এবং ‘বি’/‘পুদি’ যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

<u>পুংলিঙ্গ</u>	<u>স্ত্রীলিঙ্গ</u>
রাঙাধন	রাঙাবি/রাঙাপুদি
সনাধন	সনাবি/সনাপুদি
মেয়াধন	মেয়াবি/মেয়াপুদি
ছেয়াধন	ছেয়াবি/ছেয়াপুদি
রাঙাচান	রাঙাবি/রাঙাপুদি
চিগোনচান	চিগোনবি/চিগোনপুদি।

(৫) 'বানা' যোগে পুংলিঙ্গ 'বানি' যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ :

<u>পুংলিঙ্গ</u>	<u>স্ত্রীলিঙ্গ</u>
নুদিবানা (ঢংকারি)	নুদিবানি (ঢংকারিণী)
কাম্মুয়াবানা (কর্মঠ লোক)	কাম্মুয়াবানি (কর্মঠ স্ত্রীলোক)
আলস্যাবানা (অকর্মণ্য লোক)	আলসিবানি (অকর্মণ্য স্ত্রীলোক)

(৬) বিশেষ্যের পূর্বে পুং শব্দ যোগে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীবাচক শব্দ যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

<u>পুংলিঙ্গ</u>	<u>স্ত্রীলিঙ্গ</u>
এহুঙেলা কুগুর (মন্দা কুকুর)	এহুঙেলী কুগুর (মাদী কুকুর/কুকুরী)
অহুলা বিলেই (হুলা বিড়াল)	অহুলিঃ বিলেই (মাদী বিড়াল/বিড়ালী)
মাহুলাহু শুগর (মন্দা শূকর)	মাহুলিহু শুগর (মাদী শূকর)
দামারাহু গরু (মন্দা গরু)	মাদার গরু (মাদী গরু)
রাদা কুরাহু (মোরগ)	কুহুরী কুরাহু (মুরগী)।
দাদাল এঃইত (মন্দা হাতি)	মগনা এঃইত (স্ত্রী হাতি) ইত্যাদি।

## কারক ও বিভক্তি

চাকমা ভাষার কারক ও বিভক্তিগুলি নিম্নে উদাহরণসহ প্রদান করা গেল :-

কারক	বিভক্তি	উদাহরণ	বঙ্গানুবাদ
কর্তৃ	শূন্য, এ, য়	রাঙা ঘরত যায়। করিমে ঘরত যায়। রাজায় রাজায় কথা কন।	রাঙা বাড়িতে যায়। করিম বাড়িতে যায়। রাজায় রাজায় কথা বলে।
কর্ম	রে	তুই মনাবিরে বইভুয়া দে।	তুমি মনাবিকে বইটি দাও।
করণ	লই/দি	ইভা দরিলই বান। ইঅত কলমদি লেঘ।	এইটি দড়ি দিয়ে বাঁধ। এখানে কলম দিয়ে লেখ।

কারক	বিভক্তি	উদাহরণ	বঙ্গানুবাদ
সম্প্রদান	রে	তুমি ভাত্তরে স্যং দ্য ।	বৌদ্ধ ভিক্ষুকে আহাৰ্য দ্রব্য দিন ।
অপাদান	থুন	তারা ঘরথুন এযের ।	তিনি বাড়ি থেকে আসছেন ।
সম্বন্ধ পদ	র	ইভা ফলনার বই ।	এইটি অমুকের বই ।
অধিকরণ	ত/মায়	তে ঘরত আঘে ।	সে বাড়িতে আছে ।
		তে অভিকমায় আঘে ।	সে অফিসের মধ্যে আছে ।

## ধাতু ও ক্রিয়া

**ধাতু :** ক্রিয়ার মূলের নাম সংক্ষেপে ধাতু । যথা - মুই খেলুং (আমি খেয়েছি) । এখানে খেলুং ক্রিয়া পদটির মূল হলো  $\sqrt{\text{খা}}$  । অর্থাৎ উহার ধাতু হলো  $\sqrt{\text{খা}}$  । অনুরূপভাবে কোম (বলবো), পেম (পাবো), গরং (আমি করি) ইত্যাদি ক্রিয়া পদগুলির মূল বা ধাতু হলো যথাক্রমে -  $\sqrt{\text{ক}}$ ,  $\sqrt{\text{পা}}$ ,  $\sqrt{\text{গর}}$  ইত্যাদি ।

**ক্রিয়া :** যে কোন ভাষার ক্রিয়ার বহু রূপ আছে । এ অনুচ্ছেদে সমাপিকা ও অসমাপিকা দু'টি ক্রিয়ার কথা আলোচনা করা যাক । সংক্ষেপে যে ক্রিয়ার দ্বারা কোন কার্য সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়েছে বুঝায় তা সমাপিকা ক্রিয়া । যেমন- মুই ভাত খেলুং (আমি ভাত খেয়েছি) - এখানে 'খেলেং' ক্রিয়াযোগে কর্তার ভাত খাওয়ার কাজ সম্পাদিত হয়েছে বোঝাচ্ছে । আবার যে ক্রিয়ার দ্বারা কর্তার কার্য অংশতঃ সম্পাদন বুঝায় কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়েছে বুঝায় না তাহা অসমাপিকা ক্রিয়া । যথা- মুই ভাত খেইনে অভিব্যত যেম (আমি ভাত খেয়ে অফিসে যাবো) - এখানে 'খেইনে' ক্রিয়া পদটি দ্বারা কর্তার কাজটি সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদিত হয়েছে বলে বোঝাচ্ছে না; অতএব এখানে 'খেইনে' একটি অসমাপিকা ক্রিয়া ।

চাকমাতে অসমাপিকা ক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰে ধাতুৰ শেষে লে/ইলে, দে/ইদে,  
ইনে ইত্যাদি ক্ৰিয়া বিভক্তিগুলি যুক্ত হয়। যথা -

লে/ইলে : তুই কলে মুই যেম - তুমি বললে আমি যাবো।

তুই গরিলে মুই-অ গরিম - তুমি করলে আমিও করবো।

দে/ইদে : তে যাদে, তরে দাগিব - সে যেতে, তোমাকে ডাকবে।

তে পাদে, তুই-অ পেবে - সে পেলৈ, তুমিও পাবে।

যাদে যাদে একখান পথ পেবে - যেতে যেতে একটি পথ পাবে।

ইনে : মুই বই পড়িনে ত' ইধু এম - আমি বই পড়ে তোমার কাছে আসবো।

তে যে পারে গরিনে দেঘেল - সে যে পারে করে দেখাল।

## ক্রিয়াৰ কাল ও ধাতুরূপ

### ক্রিয়াৰ কাল

চাকমাতে ক্ৰিয়া পদেৰ তিন প্ৰকাৰ কাল রয়েছে। যথা - বৰ্তমান কাল, অতীত কাল  
ও ভবিষ্যত কাল। নিম্নে এ বিষয়ে উদাহৰণ দেওয়া গেল :-

বৰ্তমান : মুই ভাত খাং / আমি ভাত খাই।

অতীত : মুই ভাত খেইয়ং / আমি ভাত খেয়েছিলাম।

ভবিষ্যত : মুই ভাত খেম / আমি ভাত খাবো।

চাকমাতে উপরোক্ত তিনটি কাল আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যেমন - সাধাৰণ  
বৰ্তমান (Simple present tense of present indefinite tense), ঘটমান  
বৰ্তমান (Present progressive or present continuous tense),  
পুৰাণচিহ্নিত বৰ্তমান কাল (Present perfect tense), বৰ্তমান অনুজ্ঞা (Present

imperative), সাধারণ অতীত (Past indefinite), নিত্যবৃত্ত অতীত (Past habitual), ইতিবৃত্ত অতীত (Past substantial), ও সাধারণ ভবিষ্যত (Future indefinite) ইত্যাদি। এ বিষয়ে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল -

- সাধারণ বর্তমান : মুই লং - আমি লই / I take ।
- ঘটমান বর্তমান : মুই লঙর - আমি নিচ্ছি / লইতেছি I am taking ।
- পুরাঘটিত বর্তমান : মুই লোলুং - আমি নিয়েছি / লইয়াছি I have taken ।
- বর্তমান অনুজ্ঞা : তুই ল - তুমি নাও / লও You take ।
- সাধারণ অতীত : মুই লইয়ং - আমি নিয়েছিলাম / লইয়াছিলাম I took ।
- নিত্যবৃত্ত অতীত : মুই লোদুং - আমি নিতাম / লইতাম I used to take ।
- ইচ্ছাবৃত্ত অতীত : মুই লোলুঙন - আমি নিতাম - এখানে আমার লওয়ার ইচ্ছা ছিল অর্থে / I would take) ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় বাক্য Past Substantial mood -এ ব্যবহৃত হয়।
- সাধারণ ভবিষ্যত : মুই লোম - আমি লইব / I shall take ইত্যাদি ।

ধাতুরূপ : ধাতু অন্ত্য অ-কার, আ-কার, এ্যা-কার হসন্ত বা হলন্ত ইত্যাদি ভেদে চাকমাতে ক্রিয়া রূপে তারতম্য লক্ষ করা যায়। যেমন -

- অ-কারান্ত : মুই লইয়ং (√ল + ইয়ং) - আমি নিয়েছিলাম/লইয়াছিলাম ।
- আ-কারান্ত : মুই খেইয়ং / খিয়ং (√খা + ইয়ং) - আমি খেয়েছিলাম ।
- এ্যা-কারান্ত : মুই দ্যোং (√দ্যা + ইয়ং) - আমি দিয়েছি ।
- হসন্ত-অন্ত্য : মুই দেখ্যং (√দেখ্ + ইয়ং) - আমি দেখেছি ।
- প্রযোজক বা নিজস্ব ধাতু : মুই (√দেঘা + ইয়ং) - আমি দেখিয়েছি ইত্যাদি ।



অতএব এ বিষয়ে নিম্নে একসাথে অ-কারান্ত হিসেবে √ল (to take), আ-কারান্ত হিসেবে √খা (to eat), হ্রস্ব বা হ্রস্ব যুক্ত √গর্ (to do), এবং গ্র্যা কারান্ত √দ্যা (to give) -এই চারটি সাধারণ ধাতুরূপ দেওয়া গেল। উল্লেখ্য, অন্যান্য ধাতুগুলির রূপও ঐগুলির অনুরূপ হয়ে থাকে।

## সাধারণ বর্তমান কাল

### (Present Indefinite Tense)

পুরুষ	একবচন	(বিভক্তি)	বহুবচন	(বিভক্তি)
উত্তম	মুই লং/খাং/গরং/দ্যাং	(ং)	আমি লই/খেই/গরি/দিই	(ই)
মধ্যম	তুই লচ/খাচ/গরচ/দ্যাচ	(চ)	তুমি ল/খ/গর/দ্য	(অ)
প্রথম	তে লয়/খায়/গরে/দ্যা (dae)	(য়/এ)	তারা লন/খান/গরন/ দ্যান	(ন)

## ঘটমান বর্তমান কাল

### (Present Continuous)

পুরুষ	একবচন	(বিভক্তি)	বহুবচন	(বিভক্তি)
উত্তম	মুই লঙর/খাঙর/গরঙর/ দ্যাঙর	(ঙর)	আমি লোর/খের/গরির/ দির	(ইর)
মধ্যম	তুই লর/খর/গরর দ্য	(র)	তুমি লর/খর/গরর/দ্যর	(র)
প্রথম	তে লর/খার/গরের/ দের	(এর)	তারা লদন/খাদন গরদন/দেদন	(দন)

## পুরাঘটিত বর্তমান

### (Present Perfect Tense)

পুরুষ	একবচন	(বিভক্তি)	বহুবচন	(বিভক্তি)
উত্তম	মুই লোলুং/খেলুং/ গরিলুং/দিলুং	(ইলুং)	আমি ললং/খেলং/ গরিলং/দিলং	(ইলং)
মধ্যম	তুই ললে/খেলে/ গরিলে/দিলে	(ইলে)	তুমি ললা/খেলা/ গরিলা/দিলা	(ইলা)
প্রথম	তে লল/খেল/ গরিল/দিল	(ইল)	তারা ললাক/খেলাক/ গরিলাক দিলাক	(ইলাক)

**বর্তমান অনুজ্ঞা**  
**(Present Imperative)**

পুরুষ	একবচন	(বিভক্তি)	বহুবচন	(বিভক্তি)
উত্তম	-	(আমি)	লই/খেই/গরি/দিই	(ই)
মধ্যম	(তুই) ল/খ/গর দ্যা (dae)	(শূন্য)	(তুমি) ল/খ/গর/দ্যা	(অ)
প্রথম	(তে) লোক/খোক (ওক)	(তারা)	(তারা) লদোক/খাদোক (দোক)	
	গরোক/দ্যোক		গরদোক/দেদোক	

**সাধারণ অতীত**  
**(Past Indefinite)**

পুরুষ	একবচন	(বিভক্তি)	বহুবচন	(বিভক্তি)
উত্তম	মুই লইয়ৎ/খেইয়ৎ	(ইয়ৎ)	আমি লইয়েই/খেইয়েই	(ইয়েই)
	গোজ্যৎ/দ্যোৎ		গোজ্যেই/দ্যেই	
মধ্যম	তুই লইয়চ/খেইয়চ	(ইয়চ)	তুমি লইয়/খেইয়া	(ইয়)
	গোজ্যেচ/দ্যোচ		গোজ্য/দ্য	
প্রথম	তে লইয়ে/খেইয়ে	(ইয়ে)	তারা লইয়ন/খেইয়ন	(ইয়ন)
	গোজ্যে/দ্যে		গোজ্যন/দ্যোন	

## নিত্যবৃত্ত অতীত (Past Habitual)

পুরুষ	একবচন	(বিভক্তি)	বহুবচন	(বিভক্তি)
উত্তম	মুই লোদং/খেদং/ গরিদং/দিদং	(ইদু)	আমি লদং/খেদং/ গরিদং/দিদং	(ইদং)
মধ্যম	তুই লদে/খেদে/ গরিদে/দিদে	(ইদে)	তুমি লদা/খেদা/ গরিদা/দিদা	(ইদা)
প্রথম	তে লদ/খেদ/গরিদ/দিদ	(ইদ)	তারা লদাক/খেদাক/ গরিদাক/দিদাক	(ইদাক)

## ইতিবৃত্ত অতীত (Past Substantial)

পুরুষ	একবচন	(বিভক্তি)	বহুবচন	(বিভক্তি)
উত্তম	মুই লোলুঙন/খেলুঙন/ গরিলুঙন/দিলুঙন	(ইলুঙন)	আমি ললঙন/খেলঙন/ গরিলঙন/দিলঙন	(ইলঙন)
মধ্যম	তুই লোলিন/খেলিন/ গরিলিন/দিলিন	(ইলিন)	তুমি ললাঙন/খেলাঙন/ গরিলাঙন/দিলাঙন	(ইলাঙন)
প্রথম	তে লোলুন/খেলুন/ গরিলুন/দিলুন	(ইলুন)	তারা ললাকুন/খেলাকুন/ গরিলাকুন/দিলাকুন	(ইলাকুন)

## সাধারণ অতীত (Future Indefinite)

পুরুষ	একবচন	(বিভক্তি)	বহুবচন	(প্রত্যয়)
উত্তম	মুই লোম/খেম/ গরিম/দিম	(ইম)	আমি লবং/খেবং/ গরিবং/দিবং	(ইবং)
মধ্যম	তুই লবে/খেবে/ গরিবে/দিবে	(ইবে)	তুমি লবা/খেবা/ গরিবা/দিবা	(ইবা)
প্রথম	তে লব/খেব/ গরিব/দিব		তারা লবাক/খেবাক/ গরিবাক/দিবাক	(ইবাক)

### বাক্য

বাক্য : চাকমাতে বাক্যের গঠনে প্রথমে কর্তা, তৎপরে কর্ম, সর্বশেষে ক্রিয়া বসে অর্থাৎ এর গঠন Subject Object Verb বা সংক্ষেপে SOV যথা -

১.	কর্তা	+	কর্ম	+	ক্রিয়া	=	হ্যাঁ বোধক বাক্য
	মুই		ভাত		খাং		(আমি ভাত খাই)
	তুই		কাম		গরচ		(তুমি কাজ কর)
	তে		কাম		গরে		(সে কাজ করে)

কি, ক্যা, কিখে, কুখুন ইত্যাদি যোগে প্রশ্নবোধক বাক্য গঠিত হয়। আবার প্রশ্নবোধক বাক্যে প্রশ্নবোধক অব্যয় বসেও প্রশ্নবোধক বাক্য গঠিত হয়। যেমন-

২.	কর্তা	+	কর্ম	+	ক্রিয়া	+	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	=	প্রশ্নবোধক বাক্য
	তুই		ভাত		খেইয়চ		নি ?		(তুমি ভাত খেয়েছিলে নাকি?)

তে কাম গোজ্যে নে ? (সে কাজ করেছিল নাকি?)

তারা কাম গরদনদে আ:য় ? (তারা কাজ করছে নাকি?)

কিন্তু না-বোধক বাক্যে বাংলার সাথে চাকমার পার্থক্য রয়েছে। বাংলায় না-বোধক বাক্যে নঞার্থে 'না' ক্রিয়ার শেষে বসে, অর্থাৎ প্রথমে কর্তা, তৎপরে কর্ম ও ক্রিয়া, সবশেষে 'না' ক্রিয়ার শেষে বসে, অর্থাৎ প্রথমে কর্তা, তৎপরে কর্ম ও ক্রিয়া, সবশেষে 'না' বসে। যথা- তুমি ভাত খাবে না। চাকমাতে কিন্তু নঞার্থে 'ন' এর অবস্থান নিয়ে বাংলার সাথে ব্যতিক্রম রয়েছে। চাকমাতে না-বোধক বাক্যে প্রথমে কর্তা, তৎপরে কর্ম এবং সব সময় ক্রিয়ার পূর্বে 'ন' বসে। যথা-

৩. কর্তা + কর্ম + নঞার্থে 'ন' + ক্রিয়া = না-বোধক বাক্য

তুই ভাত ন খেবে তুমি ভাত খাবে না।

মুই বই ন লোম আমি বই নেবো না।

তে কাম ন গরিব সে কাজ করবে না।

৪. কর্তা + অধিকরণ + কর্ম + ক্রিয়া = বাক্য

তে বাজারত মাচ কিনিব সে বাজারে মাছ কিনবে।

মুই হোটেলত ভাত খেম আমি হোটেলে ভাত খাবো।

মিল্লুফুলা কাংশানত গান গেব মেয়েটি অনুষ্ঠানে গান  
গাইবে।

৫. অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে তৎক্ষেত্রে অধিকরণ ও কর্মের মধ্যে উহা বসে।

কর্তা + অধিকরণ + অসমাপিকা + ক্রিয়া + কর্ম = ক্রিয়া = বাক্য  
 তে ধরত যেইনে ভাত খেব সে বাড়িতে  
 গিয়া ভাত খাবে।

তুই বাজারত যেইনে মাচ কিনিবে তুমি বাজারে  
 গিয়ে মাছ  
 কিনবে।

পুয়াণ্ডন কলেজত যেইনে বই পড়িবাক ছেলেরা  
 কলেজে গিয়ে  
 বই পড়বে।

চাকমাতে বাক্যে জোর (emphasis stress) দেওয়ার সময় যে সকল ক্রিয়ার মূলের শেষে নাসিক্য বর্ণ যেমন- উ(ং), ন, ম রয়েছে তাদের সাথে তাদের বর্ণের তৃতীয় বর্ণসহ 'এ' যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। যথা- গরঙ্গে/গরংগে-করিতো; খানদে- খায় তো/খায় যে; লোমবে - নেবতো ইত্যাদি।

## প্রবচন

### চাকমা প্রবাদ বাক্য

দূর কুদুম ফুল বাচ

কায়কুদুম চিন্দাবাচ

ভাত ভালা চুখা খা

পথ ভালা বেড়া যা

হেদে হেদ বানে

গাঙ্কে গাচ বানে।

### আক্ষরিক অনুবাদ

দূরের কুটুম ফুলের বাস

কাছের কুটুম মন্দা বাস

ভাত ভাল শুধু খাও

পথ ভাল বাঁকা যাও।

হাতি দিয়ে হাতি বাঁধে

গাছ দিয়ে গাছ বাঁধে।

### ব্যবহারিক অর্থ

দূরের আত্মীয়রা চিরকাল

আদরণীয় হয়ে থাকে।

উত্তম রাস্তা দীর্ঘ হলেও

নিকটতম রাস্তার

চেয়ে শ্রেয়।

কোন উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তির

সহযোগিতা পেতে পেতে হলে

তার সমপর্যায়ের কাউকে

দিয়ে তাঁকে ধরতে হয়।

### চাকমা প্রবাদ বাক্য

দেখাদেখি কর্ম

শুনাতনি ধর্ম

### আক্ষরিক অনুবাদ

দেখাদেখি কর্ম

শুনাতনি ধর্ম

### ব্যবহারিক অর্থ

যে কোন কাজ দেখে শুনে

অর্থাৎ বাস্তব অভিজ্ঞতার

মাধ্যমে শিখা যায়।

কানেদে পুয়া দুধ পায়

না ন-কানেদে পুয়া

দুধ পায়?

যে ছেলে কাঁদে সে দুধ

পায় নাকি যে কাঁদে না

সে দুধ পায়?

কোন কিছু আদায় করতে হলে

সবাইকে চাইতে হয়।

জাদে জাত তগায়

কাঙারা গাত তগায়।

জাতে জাত খোঁজে।

কাঁকড়া গর্ত খোঁজে।

সবাই আপন জাতি ও

অনুকূল পরিবেশে থাকতে

চায়।

আমন' বুদ্ধি সনা

পর' বুদ্ধি রাং,

আড়াল্যা পাড়াল্যা বুদ্ধি

মাধাত তাং।

নিজের বুদ্ধি সোনা

পরের বুদ্ধিতে ভেজাল,

পাড়াপড়শীদের বুদ্ধি

গাছের আগায় টাঙ্গাও।

যেখানে অপরের বুদ্ধিতে

ভেজাল থাকে,

সেখানে নিজের বুদ্ধি

শ্রেয়।

এক মোক্যা সুঘ' ভাত

দি-মাক্যা লাধি ভাত

তিন মোক্যা কবালত

আহত।

এক স্ত্রী সুখের ভাত

দুই স্ত্রী লাধি-ভাত

তিন স্ত্রী কপালে হাত

অধিক স্ত্রী গ্রহণ সুখের

হয় না।

খেলে লাজ নে,

ধেলে লাজ?

খেলে লাজ না

পালালে লাজ?

ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার

চেয়ে সরে যাওয়া ভাল।

উজোলে ন মরে

বুগিয়ে মরে।

পালা করে কাজ করাতে

মরে না একেবারে কাজ

করাতে মরে।

ধীরে সুস্থে কাজ করা

উত্তম।

## বাগধারা

চাকমা বাগধারা : চাকমা ভাষায় বাংলার মত বেশ কিছু বাগধারা শব্দ পাওয়া যায় । কোন কোনটির অর্থও বেশ চমৎকার । নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল :-

<u>চাকমা বাগধারা</u>	<u>আক্ষরিক অনুবাদ</u>	<u>অর্থ/তুলনীয়</u>	<u>উদাহরণ</u>	<u>বঙ্গার্থ</u>
অ ত ন বুঝানা।	অ-ত-না বুঝা।	হালচাল না বুঝা।	ইতা কেঝান অ ত ন বুঝিয়ে মানুষ।	এ কেমন হালচাল না বুঝার লোক অর্থাৎ গভ মূর্খ।
উন্দুরঅ তেয়াং গরানা।	ইদুরের সত্য করা।	বিড়ালের গলায় ঘটা বোধবে কে?	উন্দুরঅ তেয়াং গরি লাভ নেই	ইদুরের (মত) সত্য করে লাভ নেই।
কুমুরা তেনঅ ইঝা চিৎড়ি।	কুমড়া তরকারির চিৎড়ি।	অবহেলার পাত্র।	ত'কাঝারে নাঙ ধরি দাগর ক্যা? তে তর কুমরা তেনঅ ইঝা নেয়া?	তোমার কাকাকে নাম করে ডাকছ কেন? সে কি তোমার অবহেলার পাত্র নাকি?
কুহুরা মুঅত ইঝা পোর্জো পা।	মুরগির মুখে চিৎড়ি পড়ার মত।	----	---	---
দারতাম্বা কাম্বারা	দাঁড় তাম্বা কাকড়া	ক্ষমতাহীন	চেয়ারম্যানি আহুয়েইনে তে দারতাম্বা কাম্বারা অই আষে।	চেয়ারম্যানগিরি হরিরে সে ক্ষমতাহীন হয়ে আছে।



চাকমা বাগধারা	আক্ষরিক অনুবাদ	অর্থ/তুলনীয়	উদাহরণ	বঙ্গার্থ
দভাকাদি	ভাত তরকারি নাড়ার কাঠি।	চাবিকাঠি।	তা' আহুদত বেক ধবাকাদিআনি একামানতো তারে ধরলোই।	ওর হাতে সব চাবিকাঠি এ কাজের জন্য ওকেই ধর গিয়ে।
নাগ'কুরেন্দি মাঝি যেই ন পারানা।	নাকের কাছ দিয়ে মাছি যেতে না পারা।	ভীষণ ক্ষেপা।	ভেঙা পোয়ঝা আহুরেইনে তে জুরঅ অই আঘে, তা'কুরেন্দি ইক্খ মাঝিয়া যেই পারবে না। পার্ত নয়।	টাকা পয়সা হারিয়ে সে ভীষণ ক্ষেপে আছে ও এখন কাউকে সহ্য করতে পারবে না।
নলাকেচ্ বেইয়া কুস্তর	নলার কেশ ঝাওয়া কুকুর।	বশব্দ।	তুই তার নলাকেচ্ বেইয়চ নেনা? তে ন কলে কনকেতো যেই পার্ঠে?	তুমি ওর এতই বশব্দ নাকি ও না বললে তুমি কোথাও যেতে পারবে না?
ঘিলাদাদঅ মানুচ	গলার বিচির মত শক্ত।	সাহসী লোক।	তা' সান্যা মুই ঘিলাদাদঅ মনুচ ম' জনমত আর ন দেঘং।	ওর মত সাহসী লোক আমি আমার জীবনে আর দেখিনি।
এহরা কুদা' গব্	মাংস কুটার কাঠ বঁড়।	অপরের সংঘর্ষের ফলভোগী	মান্ধ্য কোজ্জাখ্ন দুরত ষ্ঠে এহরা কুদা' গব্ত অইনে লাভ নেই।	অপরের ঝগড়াঝাটি থেকে দূরে থেকে সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে লাভ নেই।
শাগ' খানা জল্যায় খান	শাকও ঝাওয়া আবার ফলও ঝাওয়া।	গাছেরটাও ঝাওয়া আবার ডালরটাও কুড়ানো।	---	---

চাকমা বাগধারা	আক্ষরিক অনুবাদ	অর্থ/তুলনীয়	উদাহরণ	বঙ্গাধ
বরগাঙ চায় পা রাঙাখাদিয়া ধয় পা।	কর্ণফুলীও দেখা হলো বন্ধুবন্ধনীও ধোওয়া হ'লো।	ছল ধরে অভিসারে যাওয়া।	ফলনি ভেলে কার্বাক্সাপুয়াতুয়া ইধু বেরা যিয়ে, ন বুঝিলা নে? ইআনিরে আয় কয়দে বরগাঙঅ চায় পা রাঙাখাদিয়া ধয় পা।	ওমুক মেয়ে নাকি কার্বারীর ছেলের কাছে বেড়াতে গেছে, বুঝলে না? একেই বলে আর কি ছিল ধরে অভিসারে যাওয়া।
সাতযুগ' পেজা।	সাত যুগের পেঁচা।	আইবুড়ো।	বয়চ্ চল্লিছ অহল, তুয়া বউ ন লচ, সাতযুগ' পেঝা অই আয়চ্।	বয়স চল্লিশ হলো তবু বিয়ে করনি আইবুড়ো হয়ে আছ।
বুকশ ছেরে পোরোল।	ঝোপের ভিতর পটল।	মেঘে মেঘে অনেক	ত' ঝি'তুয়া কমলে বউ দিবে? দেবতে গুরঅ ভিদেরে ভিদেরে বুকশ ছেরে পোরোল অই আয়ে।	তোমার মেয়েকে কবে বিয়ে দেবে? দেবতে বয়স কম হলেও যথেষ্ট বয়স হয়েছে।
কেমো মাখালোই ঘু বাঝেই দেনা।	বীশের টুকরো দিয়ে শু লাগিয়ে দেওয়া।	সাদা কাপড়ে কালি লেপন করা। অর্থাৎ নিরুলুয চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে দেওয়া।	তারে ক্যা সূম সূম বন্নাম গরর? কেমো মাখায় ঘু বাঝে ন দিচ।	ওকে কেন শুধু শুধু দুর্নাম করে তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে দিচ্ছ?
বাঘে মোঝে আহল।	বাঘ আর মহিষের হাল।	সাপে নেউলে সম্পর্ক অর্থাৎ ভীষণ শত্রুতা।	সে দিজনর ষেঝান বাঘে মোঝে আহল, তারারে ইধু এক সমারে ন দাগিলে গম অহব।	ওদের দুজনের মধ্যে যে রকম ঘোর শত্রুতা রয়েছে, তাদের দুজনকে এখানে একসাথে না ডাকলে তাল হবে।

<u>চাকমা বাগধারা</u>	<u>আক্ষরিক অনুবাদ</u>	<u>অর্থ/তুলনীয়</u>	<u>উদাহরণ</u>	<u>বঙ্গার্থ</u>
অধক ভাঙি পরানা।	বাসাসহ মুরগির নিপাত।	সমূলে উৎখাত বা ধ্বংস অর্থাৎ দলবল পর্জো।	বেচ্ পার্শ্বে পার্শ্বে ভাঙ' বারাহ্ অইনে শেচমেচ অধক সুদু ভাঙি পয্যে।	বেশি বাড়াবাড়ি করে সে শেষ পর্যন্ত সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে দলবলসহ সমূলে উৎখাত হয়েছে।
চাদারা লাঘত পানা।	তলা নাগাল পাওয়া।	অর্থিক দুরবস্থায় পড়া।	তেঙা পয়ঝ্যা আহরেইনে তে একবারে চাদারা লাঘত পেইয়ে।	টাকা পয়সা হারিয়ে সে একেবারেই রূপর্দক শূন্য হয়ে পড়েছে।
বাজার' কলা-ছরা।	বাজারের কলার কীধি।	---	---	---
ধরিআন্যা অহুগলক্।	---	অসহায় ব্যক্তি	---	---
লুরিখুন পুআ মাগানা।	---	অসম্ভব দাবী	---	---

নিম্ন লিখিত শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করুন

তুঙনঅ বাচ্ (সুবিধাবাদী), মেলোমাচ্ (কাহিল অবস্থা), অঝা বান্দর (পালের গৌদা),  
গাঝখুন অহুলা পরে পা (আচমকা উপনীত হওয়া), চেল্যাবার কি খেবে খা (পরের  
ধনে পোদ্ধারি), মানিক্যা বাবঅ সিন্দি খানা (ঘটনা শেষে উপস্থিত হওয়া) ইত্যাদি।



## চাঙমাহ্ বৰ্ণমালায় ফলা

ক	ন ফলা	=	ক	কা
ঙ	ব ফলা	=	ঙ	ক্কা
চ	ম ফলা	=	চ	ক্বা
ঢ	য ফলা	=	ঢ	ক্যা
ট	র ফলা	=	ট	ক্কা
ঠ	ল ফলা	=	ঠ	ক্কা
ড	যহ ফলা	=	ড	কাহ্

## একফুদা, দ্বিফুদা ও চানফুদার ব্যবহার

ক	কাত্ একফুদা দিলে কাং	ক
ক	কাত্ দ্বিফুদা দিলে কাঃ	ক
ক	কাত্ চান ফুদা দিলে কাঁ	ক

## চাঙমাহ্ সংখ্যা ( ৮৫৪ ৯৩০ )

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
এক	দুই	তিন	চের	পাচ	ছ:	সাত	আট	ন	শূন্য

৩

৩	৬	৩	খ	৫	৮	৯	৩	খ	৯
৫	৫	২	খ	৮	৩	৫	৩	৯	৫
৩	৬	৩	৫	৫	৭	৫	৬	৫	৩
৬									

৩ + ' = ৩

কাত্ উগর তুলে ক

৩	৬	৩	খ	৫	৮	৯	৩	খ	৯
৫	৫	২	খ	৮	৩	৫	৩	৯	৫
৩	৬	৩	৫	৫	৭	৫	৬	৫	৩
৬									

৩ + ° = ৩

কা বান্নে কি

৩	৬	৩	খ	৫	৮	৯	৩	খ	৯
৫	৫	২	খ	৮	৩	৫	৩	৯	৫
৩	৬	৩	৫	৫	৭	৫	৬	৫	৩
৬									

৩ + , = ৩

কাত্ একটানা দিলে কু

৩	৬	৩	খ	৫	৮	৯	৩	খ	৯
৫	৫	২	খ	৮	৩	৫	৩	৯	৫
৩	৬	৩	৫	৫	৭	৫	৬	৫	৩
৬									

$$৩ + ৫ = ৮$$

কাত্‌ এ' কার দিলে কে

৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৮									

$$৩ + ০ = ৩$$

কাত্‌ ও'কার দিলে কো

৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩									

$$৩ + ০ = ৩$$

কাত্‌ ওয়া দিলে কোয়া

৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩									

$$৩ + ৭ = ১০$$

কাত্‌ ডেল ভাঙিলে কায়

৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩									

$$ॐ + \bar{\phantom{a}} = ॐ$$

কা মায্যা দিলে ক্

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ট	ঠ
ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্	চ্	ছ্	জ্	ট্	ঠ্
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ট	ঠ
ক									

$$ॐ + \bar{\phantom{a}} = ॐ$$

কাত্ ঐ' কার দিলে কৈ

কৈ	খৈ	গৈ	ঘৈ	ঙৈ	চৈ	ছৈ	জৈ	টৈ	ঠৈ
কৈ	খৈ	গৈ	ঘৈ	ঙৈ	চৈ	ছৈ	জৈ	টৈ	ঠৈ
কৈ	খৈ	গৈ	ঘৈ	ঙৈ	চৈ	ছৈ	জৈ	টৈ	ঠৈ
কৈ									

$$ॐ + \bar{\phantom{a}} = ॐ$$

কাত্ ঔ'কার দিলে কৌ

কৌ	খৌ	গৌ	ঘৌ	ঙৌ	চৌ	ছৌ	জৌ	টৌ	ঠৌ
কৌ	খৌ	গৌ	ঘৌ	ঙৌ	চৌ	ছৌ	জৌ	টৌ	ঠৌ
কৌ	খৌ	গৌ	ঘৌ	ঙৌ	চৌ	ছৌ	জৌ	টৌ	ঠৌ
কৌ									

$$ॐ + \bar{\phantom{a}} = ॐ$$

কাত্ একফুদা দিলে কাং

কং	খং	গং	ঘং	ঙং	চং	ছং	জং	টং	ঠং
কং	খং	গং	ঘং	ঙং	চং	ছং	জং	টং	ঠং
কং	খং	গং	ঘং	ঙং	চং	ছং	জং	টং	ঠং
কং									

$$৩ + ̣ = ৣ$$

কাত্‌ দ্বিফুদা দিলে কাঃ

ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ
ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ
ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ
ৣ									

$$৩ + ̣ = ৣ$$

কাত্‌ চানফুদা দিলে কাঁ

ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ
ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ
ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ
ৣ									

$$৩ + ̣ = ৣ$$

কাত্‌ 'ন' ফলা দিলে ক্কা

ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ
ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ
ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ		

$$৩ + ৣ = ৣ$$

কাত্‌ 'ব' ফলা দিলে ক্বা

ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ
ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ	ৣ
ৣ	ৣ	ৣ	ৣ						



$$৩ + ৩ = ৬$$

কাত্ 'ম' ফলা দিলে ষ্মা

ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ			

$$৩ + ২ = ৫$$

কাত্ 'য' ফলা দিলে ক্যা

২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
২									

$$৩ + ১ = ৪$$

কাত্ 'র' ফলা দিলে ক্রা

৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩			

$$৩ + ০ = ৩$$

কাত্ 'ল' ফলা দিলে ক্লা

৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩

$$৩ + ০ = ৩$$

কাত্ 'হ' ফলা দিলে কাহ্

৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৩									

## চিহ্ন প্রকরণ



১	এক	এক	২১	একুশ	এগোবা
২	দুই	দুই	২২	দুয়ে	বেবা
৩	তিন	তিন	২৩	ত্রে	তেবা
৪	চার	চের	২৪	চতুশ	চব্বিবা
৫	পাঁচ	পাঁচ	২৫	পুতুশ	পঁঝোবা
৬	ছ	ছ	২৬	নতুশ	ছাব্বিবা
৭	সাত	সাদ	২৭	দত্রে	সাদেবা
৮	আট	আড্ট	২৮	দত্রে	আডেবা
৯	ন	ন	২৯	তকুশ	উনত্রিবা
১০	দশ	দবা	৩০	তকুশ	ত্রিবা
১১	এগার	এগার	৩১	তকুশ	এগত্রিবা
১২	বার	বার	৩২	তুশ	বত্রিবা
১৩	তের	তের	৩৩	তকুশ	তেত্রিবা
১৪	চৌদ্দ	চৌদ্দ	৩৪	তুশ	চৌত্রিবা
১৫	পندر	পন্দর	৩৫	তুশ	পাঁত্রিবা
১৬	ষোল	ষুলো	৩৬	তুশ	ছত্রিবা
১৭	সত্তর	সত্তর	৩৭	দতুশ	সাদত্রিবা
১৮	আদার	আদার	৩৮	দতুশ	আডত্রিবা
১৯	উনেবা	উনেবা	৩৯	তকুশ	উনচল্লিবা
২০	কুড়ি	কুড়ি	৪০	পলি	চল্লিবা

৫৪	ঐক্যলিখ	এগচল্লিখ	৫৪	ঐক্যলিখ	এগচল্লিখ
৫৫	ঐক্যলিখ	বিয়াল্লিখ	৫৫	ঐক্যলিখ	বাষট্
৫৬	ঐক্যলিখ	তেতাল্লিখ	৫৬	ঐক্যলিখ	তেষট্
৫৭	ঐক্যলিখ	চৌচল্লিখ	৫৭	ঐক্যলিখ	চৌষট্
৫৮	ঐক্যলিখ	পাঁচল্লিখ	৫৮	ঐক্যলিখ	পাঁচষট্
৫৯	ঐক্যলিখ	ছচল্লিখ	৫৯	ঐক্যলিখ	ছষট্
৬০	ঐক্যলিখ	সাদ্চল্লিখ	৬০	ঐক্যলিখ	সাদষট্
৬১	ঐক্যলিখ	আড্চল্লিখ	৬১	ঐক্যলিখ	আডষট্
৬২	ঐক্যলিখ	উনপঞ্চলিখ	৬২	ঐক্যলিখ	উনপঞ্চষট্
৬৩	ঐক্যলিখ	পঞ্চলিখ	৬৩	ঐক্যলিখ	হস্ত
৬৪	ঐক্যলিখ	এগপঞ্চলিখ	৬৪	ঐক্যলিখ	এগাহস্ত
৬৫	ঐক্যলিখ	বায়ান	৬৫	ঐক্যলিখ	বাহস্ত
৬৬	ঐক্যলিখ	তেন্নান	৬৬	ঐক্যলিখ	তেহস্ত
৬৭	ঐক্যলিখ	চুপ্পান	৬৭	ঐক্যলিখ	চৌহস্ত
৬৮	ঐক্যলিখ	পাঁচপান	৬৮	ঐক্যলিখ	পাঁচাহস্ত
৬৯	ঐক্যলিখ	ছাপ্পান	৬৯	ঐক্যলিখ	ছিয়াহস্ত
৭০	ঐক্যলিখ	সাদান	৭০	ঐক্যলিখ	সাদাহস্ত
৭১	ঐক্যলিখ	আডান	৭১	ঐক্যলিখ	আডাহস্ত
৭২	ঐক্যলিখ	উনয়ায়েড	৭২	ঐক্যলিখ	উনআবি
৭৩	ঐক্যলিখ	ষায়েড/হেড	৭৩	ঐক্যলিখ	আবি

১৮	৯০৩	এগাবি
১৮	১০৩	বিরাবি
১৮	১১৩	তিরাবি
১৮	১২৩	চুরাবি
১৮	১৩৩	পাঁঝাবি
১৮	১৪৩	ছিয়াবি
১৮	১৫৩	সাদাবি
১৮	১৬৩	আডাবি
১৮	১৭৩	উননবই
১৮	১৮৩	নবই
১৮	১৯৩	এগানবই
১৮	২০৩	বিরানবই
১৮	২১৩	তিরানবই
১৮	২২৩	চুরোনবই
১৮	২৩৩	পাঁঝানবই
১৮	২৪৩	ছিরানবই
১৮	২৫৩	সাদানবই
১৮	২৬৩	আডানবই
১৮	২৭৩	নিরেনবই
১৮	২৮৩	এগশদ



বই পড়ুন, প্রিয়জনকে বই উপহার দিন।

আপনার ছেলে-মেয়েকে নিয়মিত স্কুলে পাঠান।

শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো।

যৌতুক প্রথা বর্জন করুন।

গাছ লাগান, গাছের পরিচর্যা করুন ও

পরিবেশ রক্ষা করুন।

যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না।

সৌজন্যে :

**জনপ্রিয় পুস্তকালয়**

বনরূপা, রাঙ্গামাটি।